দ্য ভয়েস অব

ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:38 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ২৩ মহরম ১৪৪৫ হিজরি ১১ আগস্ট ২০২৩ ২৫ শ্রাবণ ১৪৩০ শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

মানুষ 'ভিক্ষাশ্রী' চায় না

রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকের বেশ কিছু আসনে প্রার্থী দিয়েছিল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। তার মধ্যে কয়েকটি আসনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের হারিয়ে জয়লাভ করেছেন আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা। মহিষাদল ব্লকে আইমার জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। জেলার মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত রবীন্দ্র পাঠাগারে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

এক নজরে

চ্যাটজিপিটি-কে হারাম ফতোয়া

এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে চলছে এআই বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার রমরমা। চোখের কাজ হয়ে যাচ্ছে নিমেষে। খবর পড়ছে চ্যাটজিপিটি অ্যাংকররা। একদিকে যেমন বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কার নিয়ে অবাক সাধারণ মানুষ, তেমনই অনেকে আবার বহু মানুষের কাজ হারানোর আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমনকী, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার জন্য কাজ হারানোর একাধিক ঘটনা সামনে আসছে। চ্যাটজিপিটি নিয়ে মিশর এবং আরব রাষ্ট্রের ইসলামিক স্কলাররা দীর্ঘদিন ধরে কথা বলছেন। কয়েক মাস আগে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমিনিও এআই নিয়ে ফতোয়া দিয়েছিলেন।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

ধর্মস্থানে আগুন গুরুগ্রাম উত্তপ্তই

হরিয়ানার নুহতে সাম্প্রদায়িক অশান্তি, প্রাণহানির পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে বলে দাবি প্রশাসনের। তার মধ্যেই রবিবার মাঝরাতে গুরুগ্রামের একটি মাজারে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই মাজারের কেয়ারটেকার ঘাসিতে রামের এফআইআরের ভিত্তিতে দুষ্কৃতীদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। খান্দসা গ্রামের এই মাজারের কেয়ারটেকার ঘাসিতে রাম হিন্দু, আদতে উত্তরপ্রদেশে বরাবাঁকির বাসিন্দা। তিনি জানান, রবিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ তিনি যখন ফিরোজ গান্ধী কলোনির বাড়িতে ফেরেন, তখনও মাজারে সবকিছু স্বাভাবিক ছিল।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

মহাকাশ যুদ্ধে ভারত-রাশিয়া

ভারতের চন্দ্রযানকে টেক্কা দিয়ে কি রাশিয়াই আগে পৌঁছে যাবে চাঁদে? সেই প্রশ্নে হঠাৎ করেই রাশিয়ান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে ইসরো। ইসরোর চন্দ্রযান-৩ যখন চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছে, তখন রাশিয়ার লুনার উৎক্ষেপণই হয়নি। তবু হারের আতঙ্ক ইসরোর বিজ্ঞানীদের মনে। রাশিয়ার চ্যালেঞ্জকে কি ধুলিসাৎ করে ভারত গড়তে পারবে নয়া কীর্তি! ইসরোর চন্দ্রযান ৩ যদি চাঁদের মাটি স্পর্শ করতে সফল হয়, তবে ভারত হবে বিশ্বের চতুর্থ দেশ, যাঁরা চাঁদে মহাকাশ অভিযানে সফল হয়েছে।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

রাজনীতি ভুলে মুসলিম নেতাদের একজোট হবার বার্তা ভাইজানের

পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনে অশান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই রাজনৈতিক অশান্তির আগুনে জ্বলে উঠেছিল বাংলা। তারপর ভোটাভুটি এবং ফল প্রকাশের দিনও হিংসার সাক্ষী ছিলেন বাংলার মানুষ। এবার রাজ্যজুড়ে বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করেও হিংসা ছড়িয়ে পড়ল জেলায় জেলায়। আর এই হিংসায় সবথেকে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হল সেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকেই। উত্তর থেকে দক্ষিণ— রাজ্যের সব প্রান্তেই ঝরল রক্ত। বিক্ষোভ-অবরোধ এবং বোমাবাজিতে উত্তাল বাংলায় ঘুরেফিরে একটা প্রশ্নই আসছে, এই অশান্তির শেষ কোথায়?

আগামীকাল অর্থাৎ ১২ আগস্ট শনিবার পর্যন্ত বোর্ড গঠনের শেষ সময় রাজ্যের পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদগুলোতে। এই সময়সীমা পেরিয়ে গেলে সাংবিধানিক সংকটে পড়তে হবে। তখন ক্ষমতা চলে যাবে প্রশাসনিক বোর্ডের হাতে। ফলে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া। কিন্তু সেখানেও এড়ানো গেল না হিংসা। কোথাও বিরোধীদের সঙ্গে শাসকদলের সংঘর্ষ তো কোথাও তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব— সবমিলিয়ে রক্ত ঝরছেই। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিমরাই যে এই অশান্তির শিকার হচ্ছেন, তা বলাই বাহুল্য। কেন বার বার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরাই রাজনৈতিক হিংসায় জড়িয়ে পড়ছেন? এই প্রশ্ন তুলে এবার সবকটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের বিঁধলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাঁর মন্তব্য, "উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার— সব জায়গাতেই চিত্রটা এক। কখনও শাসক মারছে, কখনও বিরোধীরা মারছে। কিন্তু যারা মারছে আর যারা মরছে তাদের বেশিরভাগই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। সব রাজনৈতিক দলগুলোই আসলে মুসলিমদের ব্যবহার করে মারামারি করার জন্যই।"

রাজনীতি ভুলে মুসলিম নেতাদের একজোট হয়ে এই সম্প্রদায়ের মানুষকে পথ দেখানো উচিত, যাতে আগামীদিনে কোনও রাজনৈতিক দল তাদের ব্যবহার করার আগে দু'বার ভাবে।

—সৈয়দ রুহুল আমিন
সম্পাদক, আইমা

এর পর দুয়ের পাতায়

মুসলিমদের নিষিদ্ধ ঘোষণা হরিয়ানার ৫০টি পঞ্চায়েতের

ক্ষোভ আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুলডোজার দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় তিনশো বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েও সাধ মেটেনি হরিয়ানার উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী বিজেপি সরকারের। এবার নতুন করে মুসলিম ব্যবসায়ীদের বয়কটের ডাক দিল সাম্প্রদায়িক হিংসায় দীর্ণ হরিয়ানার ৫০টি গ্রাম পঞ্চায়েত। রীতিমতো পঞ্চায়েত প্রধানদের স্বাক্ষর সম্বলিত নোটিশ দিয়ে ওই ৫০টি পঞ্চায়েত এলাকায় মুসলিম ব্যবসায়ীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নোটিশে আরও বলা হয়েছে, এইসব গ্রামগুলোর মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে নির্দিষ্ট থানার পুলিশের কাছে অতি অবশ্যই নিজেদের পরিচয়পত্র জমা না দিলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে দেশের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। একতরফাভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের বিরুদ্ধে চলা এই ঘৃণ্য মানসিকতার নিন্দা করেছেন দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ। একই ঘটনায় মুখ খুলেছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবও। তাঁর দাবি, চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে যে নোংরা সাম্প্রদায়িক খেলায় মেতেছে বিজেপি, মণিপুর এবং হরিয়ানার সাম্প্রদায়িক হিংসা তারই প্রতিফলন। আইমা সুপ্রিমো বলেন, "হরিয়ানার রেওয়ারি, মহেন্দরগড় এবং ঝাঁঝর জেলার যে ৫০টি পঞ্চায়েত মুসলিমদের বয়কটের ডাক দিয়েছে তা শুধু সংবিধানের লংঘনই নয়, মুসলিমদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ।" তাঁর আরও সংযোজন, এভাবে হিংসার চাষ করে দেশের এক সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা।

এদিকে হরিয়ানার মহেন্দরগড় জেলার জেলাশাসক মনোজকুমার মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই ধরনের বিদ্বেষমূলক নোটিশকে বেআইনি বলে ঘোষণা করেছেন। ওই পঞ্চায়েতগুলোকে শোকজের চিঠি পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। যদিও তাঁর এই নির্দেশ কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাঁদের অভিমত, মনোজকুমার যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন তাতে তাঁকে বাহবা দিতেই হয়। কিন্তু তার সঙ্গে এই আশঙ্কাও থাকছে, ওই জেলাশাসককে না বদলি করে দেয় রাজ্যের শাসকদল বিজেপি।

যদিও এইভাবে কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নোটিশ দেওয়া বেআইনি জেনেও কোনও হেলদোল নেই পঞ্চায়েতগুলোর প্রধানদের। তাঁদেরই একজনের বক্তব্য, গত মাসে এই তিনটি জেলার গ্রামগুলোতে বেশ কিছু চুরির ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া নুহ জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর গ্রামে বাইরের লোক ঢুকছে। তাই পঞ্চায়েত বসিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, শান্তি বজায় রাখার জন্য মুসলিমদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তবে কোনও সম্প্রদায়ের ওপর এইভাবে নোটিশ দেওয়া বেআইনি জানার পর ওই নোটিশ প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে দাবি ওই পঞ্চায়েত প্রধানের। অবশ্য এই যুক্তিকে অত্যন্ত হাস্যকর ও দুঃখজনক বলে বর্ণনা করেছেন আইমা সুপ্রিমো। তিনি বলেছেন, "এসব কুযুক্তি দিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন বিজেপি নেতারা। সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়ে যাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে নোটিশ দিচ্ছেন, তাঁরা বলছেন এই নোটিশ বেআইনি কি না তাঁরা জানেন না। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে!"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত মাসের ৩১ তারিখ হরিয়ানার নুহ জেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের একটি মিছিলকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক হিংসার সূত্রপাত ঘটে।

এর পর দুয়ের পাতায়

'মণিপুরে ভারতমাতাকে হত্যা করেছেন মোদী'

দেশদ্রোহী তোপ রাহুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মণিপুরে ভারতমাতাকে হত্যা করা হয়েছে। লোকসভায় দাঁড়িয়ে সরাসরি নরেন্দ্র মোদীকে তোপ দাগলেন রাহুল গান্ধী। মণিপুর প্রসঙ্গে উত্থাপন করে তিনি বলেন, মণিপুরে ভারতমাতাকে খুন করা হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশপ্রেমিক নন, তিনি দেশদ্রোহী। তাই তিনি মণিপুরকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছেন।

রাহুল গান্ধী মণিপুরের চলমান অস্থিরতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তিনি বলেন, মণিপুরে শতাধিক মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, তার জন্য কে দায়ী! মণিপুরে নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি সরকার ভারতকে হত্যা করেছে। ভারতমাতাকে হত্যা করা হয়ছে মণিপুরে। বুধবার মণিপুর ইস্যুতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্ক চলাকালীন লোকসভার কংগ্রেস সদস্য রাহুল গান্ধীর করা এই মন্তব্য নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় হাউসে। ব্যাপক হৈচৈ শুরু করে দেন বিজেপি তথা এনডিএ সদস্যরা। তাঁরা এই মন্তব্যের জন্য রাহুল গান্ধীর ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান।

রাহুল গান্ধী এদিন একের পর এক বাক্যবাণে প্রধানমন্ত্রীকে দিকে তির ছুড়ে দেন। তিনি বলেন, কেন প্রধানমন্ত্রী এখনও মণিপুর সফর করেননি। মণিপুরে চলমান অশান্তিতে এখন পর্যন্ত শতাধিক প্রাণ চলে গিয়েছে। মহিলারা সব হারিয়েছেন। তাঁদের কাছে চোখের জল ছাড়া কিছু নেই। কেন এখনও চুপ আমাদের প্রধানমন্ত্রী। রাহুল গান্ধী বলেন, ভারত হল একটি কণ্ঠস্বর, একটি আওয়াজ। মানুষের হৃদয়ের আওয়াজের নাম ভারত। আপনি মণিপুরে সেই ভারতকে হত্যা করেছেন। মণিপুরে ভারত মাতাকে হত্যা করেছেন। আপনি বিশ্বাসঘাতক।

এর পর দুয়ের পাতায়

কর্মে মহান। সামনেই স্বাধীনতা দিবস। নদিয়ায় জাতীয় পতাকা তৈরিতে ব্যস্ত মুসলিম মহিলারা।

মনে রাখব রাহুল গান্ধীকে 'ধন্যবাদ নোট'-এ কেজরিওয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে 'ধন্যবাদ-নোট' পাঠালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লি অধ্যাদেশ বিলের বিরুদ্ধে ভোটদানের পর তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। অরবিন্দ কেজিরিওয়াল ধন্যবাদ নোটে লেখেন, তিনি মনে রাখবেন কংগ্রেসের এই সমর্থন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই বার্তা ইন্ডিয়া জোটকে আরও পোক্ত করল।

রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে এই চিঠি লেখেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেখানে কংগ্রেসের সকল সংসদ সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিনি। কেজরিওয়াল লেখেন, তিনি তার প্রশংসা রেকর্ডে এই স্মৃতি ধরে রাখতে চান। তিনি বলেন, কংগ্রেসের এই সমর্থন তিনি মনে রাখবেন। অরবিন্দ কেজরিওয়াল এদিন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে চিঠি লিখে দিল্লি পরিষেবা বিলে তাদের সমর্থন জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানান। সোমবার দুই সংসদ কক্ষেই পাস হয়ে যায় বিল। তবে এই বিলের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোট ঐক্যবদ্ধ ছিল।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল এদিন রাহুল গান্ধীর উদ্দেশে লেখেন, দিল্লি অধ্যাদেশ সংক্রান্ত বিল জিএনসিটিডি (সংশোধনী) বিল প্রত্যাখ্যান ও তার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য আপনার দল যে আমাদের সমর্থন করেছে, তার জন্য আমি দিল্লির ২ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে দিল্লির জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য আমি হৃদয়গ্রাহী প্রশংসা করতে চাই। আমি নিশ্চিত যে, সংবিধানের নীতির প্রতি আপনার অবিচল আনুগত্য কয়েক দশক ধরে স্মরণ করা হবে। আমরা সংবিধানকে রক্ষা করতে অবমূল্যায়নকারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনার সমর্থনের জন্য অপেক্ষা করছি।

উভয় কক্ষেই এই বিল পাসের ফলে এটি আইন হওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। তা আইনে পরিণত হলে কেন্দ্রীয় সরকার আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করবে। কেন্দ্রের সরকার রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও এই বিল পাস করিয়ে নিয়েছে। বিজেডি আর ওয়াইএসআর কংগ্রেসের মতো দলগুলি বিলের পক্ষ ভোট দেওয়ায় কেন্দ্রের এনডিএ সরকার দিল্লি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করার পথ প্রশস্ত করে ফেলল। কেজরিওয়াল বলেন, তবে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট এই বিলের বিরুদ্ধে এককাট্টা ছিল। কংগ্রেস তাদেরকে সমর্থন করেছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ আম আদমি পার্টি সুপ্রিমো। দিল্লি ও পঞ্জাবে কংগ্রেস ও আপের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে, তারপরও যেভাবে কংগ্রেস তাদের সমর্থন দিয়েছে, তা তিনি মনে রাখবেন বলে রাহুল গান্ধীকে ধন্যবাদ-নোটে জানিয়েছেন।

দুই দলের এই মনোভাবে আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট শক্তিশালী হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আম আদমি পার্টি দিল্লি অধ্যাদেশ নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থান জানতে প্রথম বিরোধী বৈঠকে সরব হয়েছিল। জানিয়েছিল কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট না করলে তারা কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোটে শামিল হবেন না। কংগ্রেস তারপর শুধু অবস্থানই স্পষ্ট করেননি, আপের সমর্থনে ভোটও দিয়েছে।

কৃষ্ণনগরে সিপিএমের সমর্থনে তৃণমূলের প্রধান, বিজেপির উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি: মজার সমীকরণ। জেলায় জেলায় পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে অদ্ভুত সব সমীকরণ সামনে আসছে। নদিয়ায় কৃষ্ণনগরে তৃণমূলের প্রধান ও বিজেপির উপপ্রধান নির্বাচিত হল সিপিএমের সমর্থনে। পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে এই রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে।

বহু ক্ষেত্রেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে জোট হচ্ছে। কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি, এমনকী নির্দল প্রার্থীরা একজোট হয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত বোর্ড গড়ছে। কিন্তু নদিয়ার কৃষ্ণনগর ১ নম্বর ব্লকের রুইপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতে যা ঘটল, তা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিচিত্র্য সমীকরণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। কিন্তু বোর্ড গঠন করতে পারল না তারা। তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে সুযোগ চলে এল বিরোধীদের কাছে। আর সেই সুযোগ নিয়ে বিজেপি ও সিপিএম বোর্ড গঠন করে ফেল বিক্ষুব্ধ তৃণমূলকে সঙ্গে নিয়ে।

তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ এক প্রার্থীকে প্রধান দাঁড় করিয়ে তারা মাত দিল কৃষ্ণনগরের এই পঞ্চায়েতে। বিজেপি থেকে উপপ্রধান করা হল। সংখ্যার খেলায় তৃণমূলকে দিয়েই তৃণমূলকে মাত দিতে সমর্থ হয় বিরোধীরা। এখানে বিরোধী বলতে বিজেপি ও সিপিএম। যদিও এটিকে জোট বলতে নারাজ বিজেপি ও সিপিএম উভয়েই। নদিয়ার কৃষ্ণনগরের ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ২২। তৃণমূল একাই ১৩টি আসমে জয়ী হয়। বিরোধীরা পায় মাত্র ৯টি আসন। তার মধ্যে বিজেপি সাতটিটে জয়ী হয়েছে, সিপিএম দুটিতে। বিরোধীদের সে অর্থে কোনও আশাই ছিল না এই পঞ্চায়েতে। কিন্তু তখনও চমক বাকি ছিল।

এক সদস্যের মৃত্যুতে তৃণমূলের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১২। পঞ্চায়েত প্রধান পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল তৃণমূলে। তৃণমূলের তরফে প্রধান পদে প্রস্তাব করা হয় ইনার আলি শেখের নাম। তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী হন তৃণমূলেরই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অনুপ বিশ্বাস। গোপন ব্যালটে ভোটাভুটিতে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ প্রার্থী ভোট পান ১২টি। আর অফিসিয়াল প্রার্থী ভোট পান ৯টি। হিসেব বলছে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অনুপ বিশ্বাস বিজেপির সাত, সিপিএম দুই ছাড়াও তৃণমূলের তিনজনের ভোট পেয়েছেন। ফলে প্রধান নির্বাচিত হন অনুপ বিশ্বাস। উপপ্রধান নির্বাচিত হন বিজেপির সুপ্রিয়া মণ্ডল। তৃণমূল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও বোর্ড হাতছাড়া হয় এক্ষেত্রে।

ইমরান খান পাকিস্তানের কুখ্যাত কারাগারে

বিশেষ প্রতিনিধি: শনিবার তোষাখানা মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণার পরই পর লাহোরের জামান পার্কের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে।

গ্রেফতারের পর ইমরানকে পাঞ্জাব প্রদেশের কুখ্যাত অ্যাটক কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছে। এটি দেশটির

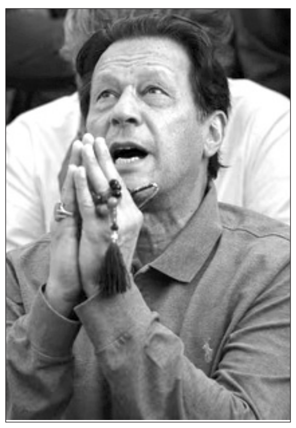

অন্যতম প্রধান কড়া নিরাপত্তাবেষ্টিত কারাগার। সেখানে জঙ্গিদেরও রাখা হয়েছে। তবে এখানে তাঁকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা ভিআইপি হিসেবে উন্নত সেলে রাখা হয়েছে। কারাগার সূত্র জানিয়েছে, ইমরানকে রাখার জায়গাটি ভিআইপি সেল হলেও সেখানে এসি নেই। তবে একটি ফ্যান, বিছানা, টয়লেট ও স্নানঘর রয়েছে। ইমরান খান ছাড়া এই কারাগারে এর আগে দেশটির কোনও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকেই রাখা হয়নি।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে কারাগারে নিয়ে আসার পর উচ্চ নিরাপত্তার কারাগারটিকে আরও বেশি নিরাপত্তাবেষ্টিত করা হয়েছে। আশপাশের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁকে তাঁর সমর্থক কিংবা অন্য কোনও গোষ্ঠী মুক্ত করে নিয়ে যেতে না পারে। শুধু তাই নয়, সংবাদমাধ্যম যাতে কারাগারের ছবি-ভিডিও প্রকাশ করতে না পারে, সে জন্য কারাগার এলাকার বাসাবাড়ির ছাদে সাংবাদিকদের ওঠা বন্ধে বাড়ির মালিকদের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। এদিকে প্রাক্তন এই প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতার পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মন্তব্য করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

চাকরি যাবে লাখ লাখ মানুষের ?

চ্যাটজিপিটি-কে হারাম ফতোয়া ইসলামিক নেতার

লন্ডন: এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে চলছে এআই বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার রমরমা। চোখের কাজ হয়ে যাচ্ছে নিমেষে। খবর পড়ছে চ্যাটজিপিটি অ্যাংকররা। একদিকে যেমন বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কার নিয়ে অবাক সাধারণ মানুষ, তেমনই অনেকে আবার বহু মানুষের কাজ হারানোর আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমনকী, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার জন্য কাজ হারানোর একাধিক ঘটনা সামনে আসছে।

চ্যাটজিপিটি নিয়ে মিশর এবং আরব রাষ্ট্রের ইসলামিক স্কলাররা দীর্ঘদিন ধরে কথা বলছেন। কয়েক মাস আগে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমিনিও এআই নিয়ে ফতোয়া দিয়েছিলেন। তিনি কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তাকে 'হারাম' বলে ঘোষণা করেন। আরবের শেখরা অবশ্য এআই-কে হারাম বলে ঘোষণা করেননি। তবে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বাজারে এলে এর যে একাধিক ক্ষতিকারক দিক উঠে আসতে পারে সেই দিকগুলির কথা আলোচনা করা হয়েছে। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার জেরে যে কাজ হারাতে পারেন বহু মানুষ, আলোচনায় উঠে এসেছে সেই বিষয়টিও। বেকারত্ব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, চ্যাটজিপিটি নিয়ে আশঙ্কা দীর্ঘদিনের। অনেকে বলছে এটি বিজ্ঞানের আশীর্বাদ, কেউ কেউ বলছে অভিশাপ। প্রযুক্তি কি মানুষের চাকরি খেয়ে নেবে? তা নিয়ে আলোচনা চলছে। সম্প্রতি ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম 'দ্য গার্ডিয়ান'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হেনরি উইলিয়ামস নামক এক কপি রাইটার লেখেন, ''আমি এখন লেখালিখি করে অর্থ রোজগার করি। কিন্তু, আমি নিশ্চিত যে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা আমার চাকরি খেয়ে নেবে।''

তিনি যে লেখা লেখেন তা ৩০ সেকেন্ডে লিখে দিচ্ছে চ্যাটজিপিটি। আগামীদিনে তাঁর মতো লেখকের চাহিদা ফুরিয়ে আসবে চ্যাটজিপিটির কারণে, এমনটাই দাবি তাঁর। সেই জায়গায় চ্যাটজিপিটি যে ভুল তথ্যগুলি সামনে আনবে সেগুলিকে সংশোধন করার দায়িত্ব হবে মানুষের। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, চ্যাটজিপিটি কোন কোন কাজ খেয়ে পারবে না? চ্যাটজিপিটির নির্মাতা ওপেনএআইয়ের প্রধান স্যাম অল্টম্যান অবশ্য দাবি করছে এই প্রযুক্তি এতটাই উন্নত যে বহু মানুষের কল্যাণ সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের একাংশের কথায়, মূলত হোয়াইট কলার চাকরি যাঁদের তাঁদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে। ডেটা এন্ট্রি থেকে শুরু করে লেখালিখি, সংবাদ পাঠ ইত্যাদি কাজে বেশ দক্ষ চ্যাটজিপিটি। এই ক্ষেত্রগুলিতে কাজে কোপ পড়তে পারে। কিন্তু, বলপ্রয়োগের কাজ, যেমন নিরাপত্তা কর্মী, রন্ধনশিল্পী থেকে শুরু করে শারীরিক বল প্রয়োগ করে যে কাজগুলি করতে হয় তা অনেকটাই সুরক্ষিত বলে দাবি করা হচ্ছে।

পাকিস্তান বা সৌদি আরব নয়, বিশ্বে সর্বাধিক মুসলিমের বাস কোন দেশে ?

ঢাকা: প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে বিশ্ব। কিছুদেশে জনসংখ্যা বাড়ছে, আবার কোথাও কমছে। বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট অনুযায়ী, কোন দেশে মুসলিম জনসংখ্যা সবথেকে বেশি? পাকিস্তান বা সৌদি আরব নয়, এই দেশের নাম জানলে অবাক হবেন। বিশ্বজনসংখ্যা রিপোর্ট ২০১৯ অনুযায়ী, পৃথিবীতে মোট জনসংখ্যা ৭৭১.৫০ কোটি। এর মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ২০০ কোটি। স্বাভাবিকভাবেই কৌতুহল তৈরি হয় যে কোন দেশে মুসলিম জনসংখ্যা সবথেকে বেশি?

মুসলিম জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত দেশকে টেক্কা দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া। এমনকী, পিছনে ফেলেছে পাকিস্তানকেও। ইন্দোনেশিয়াতে মুসলিম জনসংখ্যা ২৩ কোটি ১০ লাখ। আর ইন্দোনেশিয়ার ঠিক পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তান। সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ২১ কোটি ২৩ লাখ। ভারতে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ২০ লাখের কাছাকাছি। সংখ্যালঘু সুরক্ষায় একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে মোদী সরকারের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি হজযাত্রার সময়ও এই বছর বেশ কিছু বদল আনা হয়েছে।

বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে সবথেকে বেশি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করেন বাংলাদেশে এই সংখ্যাটা ১৫ কোটি ৩৭ লাখ। বাংলাদেশের পরেই রয়েছে নাইজেরিয়া। সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ৯ কোটি ৫০ লাখ থেকে ১০ কোটি ৩০ লাখের মধ্যে। বিশ্বের ষষ্ঠ দেশ হিসেবে সবথেকে বেশি মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করে থাকেন ইজিপ্টে। এই সংখ্যাটা আট কোটি ৫০ লাখ থেকে ৯ কোটি পর্যন্ত।

ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যার নিরিখে ইজিপ্টের থেকে সামান্য পিছিয়ে রয়েছে ইরান। সেখানে এই সংখ্যাটা আট কোটি ২৫ লাখ। এরপরে এই তালিকায় থাকা দুই দেশ হল তুর্কি। সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা সাত কোটি ৪৪ লাখ ৩২ হাজার ৭২৫। এছাড়াও মুসলিম জনসংখ্যার নিরিখে নবম এবং দশম স্থানে রয়েছে আলজিরিয়া এবং সুদান। আলজিরিয়াতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা চার কোটি ১২ লাখ ৪০ হাজার ৯১৩ জন এবং সুদানে সংখ্যাটা তিন কোটি ৯৫ লাখ ৮৫ হাজার ৭৭৭। অন্যদিকে, বিশ্বের সবথেকে বেশি হিন্দু বসবাস করে নেপালে। সেই দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৮০ শতাংশই হিন্দু। এরপরেই রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষজন। নেপালের পরেই রয়েছে ভারত। দেশের মোট জনসংখ্যার ৭৮.৯ শতাংশই হিন্দু।

ফিজিতে মোট জনসংখ্যার ৬৪.৪ শতাংশ খ্রিস্টান হলেও হিন্দু রয়েছে ২৭.৯ শতাংশ। এছাড়াও ভুটানের ২২.৫ শতাংশ জনসংখ্যাই হিন্দু এবং ৭৪.৮ শতাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

ইনফ্লুয়েন্সারের একটা পোস্ট ! নিমেষে ভিড় রূপ নিল দাঙ্গার, খণ্ডযুদ্ধ নিউইয়র্কে

নিউইয়র্ক: সোশ্যাল মিডিয়ায় ইনফ্লুয়েন্সারের পোস্ট। আর তা ভাইরাল হতেই শুরু হল দোকানের হুড়োহুড়ি। বিনামূল্যে প্লে স্টেশন পেতে গিয়ে রীতিমতো দাঙ্গা বেঁধে গেল নিউইয়র্ক শহরে। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শেষে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেয়।

জানা গিয়েছে, কাই কেনাট নামক ২১ বছর বয়সী এক অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সার ইন্সটাগ্রামে পোস্ট করে তাঁর ভক্তদের লোয়ার ম্যানহ্যাটনের একটি লাইভ স্ট্রিমিং অনুষ্ঠানে দেখা করতে আহ্বান জানান। যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তাদের প্লে স্টেশন ৫ গেম কনসোল উপহার দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কাই কেনেটের এই পোস্ট রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যায়। কমপক্ষে ২ হাজার যুবক-যুবতী ভিড় জমায় ইউনিয়ন স্কোয়ার ও তার আশেপাশের রাস্তায়। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও কাই-এর দেখা না মেলায় ক্ষেপে যান সকলে। সামনেই একটি নির্মীয়মান বিল্ডিং থেকে ইট-পাথর নিয়ে তা ছুড়তে শুরু করে। এই ঘটনায় অনেকে আহত হয়। বেশ কয়েকজন পুলিশও আহত হন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিক্ষোভকারীরা গাড়ি আটকে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেয়। একাধিক গাড়ি ভাঙচুরও করার অভিযোগ উঠেছে।

বাধ্য হয়েই লাঠি হাতে তুলতে হয় পুলিশকে। প্রায় হাজার খানেক পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। একাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ভাঙচুর-অশান্তির জন্য। অন্যদিকে, ওই সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার কাই কেনেটকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে পুলিশ। তবে তাঁকে আটক বা গ্রেফতার করা হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। পরে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের প্রধান জেফারি ম্যাডরি সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, ''দাঙ্গায় বহু মানুষ আহত হয়েছেন। কারোর মাথা ফেটে রক্ত পড়ছিল, কারোর মুখে গুরুতর চোট লাগে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।''

বসবাসের অযোগ্য হতে চলেছে কুয়েত ?

৫৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা !

দোহা: বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগে বিজ্ঞানীরা। এরই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েতের পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। প্রচণ্ড তাপে নাজেহাল সেখানকার বাসিন্দারা। এমনকী, তাপমাত্রা ছুঁয়েছে ৫৪ ডিগ্রি। ২০১৬ সালে ২১ জুলাই কুয়েত সিটিতে এই তাপমাত্রা রেকর্ড করেছিলেন আবহাওয়াবিদরা, যা পৃথিবীর হিসেবে গড় তাপমাত্রা। এরপর ২০২১ সালে সেখানে টানা ১৯ দিন তাপমাত্রা ছিল ৫০ ডিগ্রির বেশি। চলতি বছর সেই যাবতীয় রেকর্ড ভাঙতে চলেছে, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, বছর বছর দেশটিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাড়ছে ধূলিঝড়ও। ধীরে ধীরে বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে কুয়েত। পাশাপাশি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় একাধিক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সেখানকার মানুষজনদের। বাড়ছে হিট স্ট্রোকের আশঙ্কাও। কোনও মানুষ দীর্ঘদিন ৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় বেঁচে থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে তাঁদের একাধিক শারীরিক জটিলতা দেখা যেতে পারে। ক্লান্তি, কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা, হিটস্ট্রোক থেকে শুরু করে একজনের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। পাশাপাশি সেভাবে বৃষ্টি না হওয়ার স্বস্তিও মিলছে না। ধীরে ধীরে কি বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে কুয়েত? তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠছে। যদিও এই প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট উত্তর আবহাওয়াবিদরা দিতে পারেননি। তবে সাধারণ মানুষকে ক্ষণিক স্বস্তি দিতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। করা হয়েছে ইন্ডোর শপিং স্ট্রিট। অর্থাৎ রাস্তায় খোলা থাকলে সেখানে শেড দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, যদি সেখানে এভাবেই তাপমাত্রা বাড়তে থাকে সেক্ষেত্রে খুব শীঘ্রই কুয়েত বাসযোগ্য থাকবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরেই বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং আবহাওয়া পরিবর্তন বিশেষজ্ঞদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়েছে। অবিলম্বে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ না কমানো হলে বড় বিপদে পড়তে পারে বিশ্ব। এমনকী, বিশ্বের তাপমাত্রা গড়ে দুই ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে, এই আশঙ্কাও করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আবার দাপট দেখাচ্ছে এল নিনো। উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোতের কারণে বৃষ্টিপাত একধাক্কায় কমতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এল নিনোকে এতদিন পর্যন্ত শান্ত রাখত শীতল সামুদ্রিক স্রোত লা নিনা। কিন্তু, ধীরে ধীরে লা নিনাকে থামিকে এল নিনো খেল দেখাতে শুরু করেছে। ফলে পরিস্থিতি কতদূর পর্যন্ত গড়াবে, তা নিয়ে আশঙ্কায় গবেষকরা।

বিবিধ

সারা ভারতই আমার ঘর, বলছেন রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাহুল গান্ধী ফিরে পেলেন তাঁর ১২ তুঘলক লেনের সরকারি বাংলো। আর তা ফিরে পেয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত। আবেগাপ্লুত হয়ে বলেই দিলেন, মেরা ঘর পুরা হিন্দুস্তান হ্যায়। লোকসভার সাংসদ পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে গত ২২ এপ্রিল তাঁকে ছাড়তে হয়েছিল এই বাংলো। দীর্ঘদিনের সুখদুঃখের সাক্ষী সেই সরকারি বাংলোকে ফিরে পেয়ে তিনি আবেগতাড়িত।

মোদী পদবি সংক্রান্ত মামলায় দোষীসাব্যস্ত হওয়ার পর লোকসভার সাংসদ হিসেবে তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। তার এক মাসের মধ্যেই ১২ তুঘলক লেনের সরকারি বাংলো ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। সাড়ে তিন মাস পর তিনি সুপ্রিম রায়ে স্বস্তি পাওয়ার পর লোকসভার সদস্যপদ ফিরে পান। সেইসঙ্গে বাংলোও পুনরায় বরাদ্দ হয় তাঁর জন্য। সাংসদ হিসেবে পুনর্বহাল হওয়ার চার দিন পরে তিনি বাংলো ফিরে পেলেন। ২২ এপ্রিল খালি করে চলে গিয়েছিলেন, আবার ঢুকলেন ২২ শ্রাবণ বা ৮ অগাস্ট। এপ্রিলের আট দিন বাকি থাকতে ছেড়েছিলেন, ঢুকলেন অগাস্টের আট তারিখে। শেষ হল একটা বৃত্ত।

বাসভবন পুনরায় বরাদ্দ হওয়ার পরে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় রাহুল গান্ধী বলেছিলেন মেরা ঘর পুরা হিন্দুস্তান হ্যায়। আর এই ছোট্ট প্রতিক্রিয়ার পরই তিনি অসম কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য এআইসিসি দফতরে পৌঁছন। এপ্রিল মাসে সরকারি বাংলা খালি করার পরে মা সোনিয়া গান্ধীর ১০ জনপথের বাসভবনে চলে গিয়েছিলেন। রাহুল বাসভবন ছাড়ার পর কংগ্রেস তার টুইটার হ্যান্ডেলে বলেছিল, এই দেশ রাহুল গান্ধীর বাড়ি। রাহুল গান্ধী মানুষের হৃদয়ে বাস করেন। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক অটুট। কেউ তাঁর মধ্যে নিজের ছেলেকে দেখতে পান, কেউ পান ভাইকে, আবার কেউ পান তাঁদের নেতাকে।

কংগ্রেসের টুইটে আরও বলা হয়, রাহুল গান্ধী সবার, সবাই রাহুল গান্ধীর। আজ পুরো দেশ বলছে, রাহুলজি আমার বাড়ি-আপনার বাড়ি। আর কংগ্রেস হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে বলছে 'মেরা ঘর আপকা ঘর'। এদিন রাহুল গান্ধী সেই আঙ্গিকেই প্রথম প্রতিক্রিয়া দিলেন- 'মেরা ঘর পুরা হিন্দুস্তান হ্যায়'।

একজোট হবার বার্তা ভাইজানের

প্রথম পাতার পর

তাঁর প্রশ্ন, পুরুলিয়ায় আদিবাসীরা আলাদা আলাদাভাবে ভোটে লড়লেও শাসকদলের আদিবাসীদের সঙ্গে অন্য দলের আদিবাসীদের সংঘর্ষ হয় না কেন? পাহাড়ে একাধিক রাজনৈতিক দল ভোটের ময়দানে দাপিয়ে বেড়ালেও তাদের মধ্যে মারামারি হয় না কেন? শুধুমাত্র মুসলিমদের বেলাতেই কেন এই কাটাকাটি, হানাহানির রাজনীতি? এসবই যে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের খেলা সেটা এখনও বুঝতে পারছে না মুসলিমরা, আক্ষেপ আইমা সুপ্রিমোর। তাঁর মতে রাজনীতির জন্য কোনওরূপ হিংসাই কাম্য নয়, কাম্য নয় একটিও মৃত্যু। তা সত্ত্বেও ভোটে ফায়দা লোটার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের লড়াই করার জন্য সামনে ঠেলে দিচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনৈতিক দলগুলো। তাই আজ একজন মুসলিম আর একজন মুসলিমকে প্রাণে মারতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। এমনকী নিজের ভাইকে পর্যন্ত খুন করতে হাত কাঁপছে না তাদের। বন্ধ হওয়া উচিত এই ঘৃণ্য অবস্থা। মন্তব্য আইমা সম্পাদকের। পাশাপাশি রাজনীতি ভুলে মুসলিম নেতাদের একজোট হয়ে এই সম্প্রদায়ের মানুষকে পথ দেখানো উচিত, যাতে আগামীদিনে কোনও রাজনৈতিক দল তাদের ব্যবহার করার আগে দু'বার ভাবে। মত আইমার কর্ণধারের।

নির্দল প্রার্থী বিজেপির জেলা সভাপতি ! অপসারণের দাবিতে 'রণক্ষেত্র' পার্টি অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ভোট মিটতে তিনিই হয়ে গেলেন বিজেপির জেলা সভাপতি। এই অন্যায় মানতে পারেননি পুরনো বিজেপির নেতা-কর্মীরা। নির্দল প্রার্থীকে বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতির পদ থেকে সরানোর দাবিতে তাই 'রণক্ষেত্র' হয়ে উঠল পার্টি অফিস।

বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি করা হয়েছিল নবেন্দু নস্করকে। এই নব্যেন্দু নস্করই আবার এবার নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন। বিজেপির অফিসিয়াল প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের জয়ের রাস্তা সহজ করে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর অপসারণ চেয়ে সল্টলেকে বিজেপির সদর পার্টি অফিস ঘেরাও করলেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। এই ঘটনার প্রতিবাদে সল্টলেক পার্টি অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান মথুরাপুরের বিজেপির নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা। তাঁদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত নির্বাচনে কুলপি ব্লকে রামনগর গাজিপুর থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল নব্যেন্দু নস্কর।

তাঁরা জানান, বিজেপি প্রার্থী অরুণ নস্করকে হারানোর জন্য তিনি নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সাথে তৃণমূলের যোগসাজোশ রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। আর তাঁকেই কি না বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি করা হয়েছে! এরই প্রতিবাদে সল্টলেকে বিজেপি সদর পার্টি অফিসে বিক্ষোভ দেখায় কর্মীরা এবং নবেন্দু নস্করের কুশপুতুল দাহ করা হয়। তবে শুধু বিক্ষোভেই থেমে থাকেননি তাঁরা. পার্টি অফিসের সামনে যুযুধান দু-পক্ষের লড়াই বেধে যায়। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এই বিক্ষোভ।

বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে তাঁর পা জড়িয়ে বিজেপির নবনির্বাচিত জেলা সভাপতিকে পদচ্যুত করার আহ্বান জানানো হয়। যিনি নির্দল হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন, তৃণমূলের জয়ের পথ মসৃণ করে দিয়েছিলেন, তাঁকে দলের সভাপতি হিসেবে মানা সম্ভব নয় বলে জানান তাঁরা।

অন্যদিকে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে মুর্শিদাবাদে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করল সবাই। সুতি ও লালগোলায় পঞ্চায়েত গঠনে অভিনব ছবি দেখা গেল মঙ্গলবার। মুর্শিদাবাদ জেলার সুতির মহিশাইল ১ গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করল কংগ্রেস-বিজেপি-আরএসপি-নির্দল একত্রে। প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে কংগ্রেস ও বিজেপি প্রার্থী।

মুর্শিদাবাদের সুতি ২ নম্বর ব্লকের মহিশাইল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের পর একসঙ্গে কংগ্রেস-বিজেপি-আরএসপি-নির্দল প্রার্থীরা একসঙ্গে হাঁটলেন, মাতলেন উচ্ছ্বাসে। আবীর খেলায় মিশে গেল সব রঙ। এদিন প্রধান নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করেন কংগ্রেস, বিজেপি, আরএসপি ও নির্দল প্রার্থীরা। এই পঞ্চায়েতে মোট আসন ছিল ২৫টি। ১০ আসনে জিতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি জয় পেয়েছিল ৭টি আসনে, কংগ্রেস জিতেছিল ৫টি আসন, ২টি আসনে জিতেছিল আরএসপি এবং ১টি আসনে জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থী। এদিন তাঁরা সবাই ঐক্যবদ্দ হলেন তৃণমূলকে আটকাতে।

প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেসের আলমিরা খাতুন, উপপ্রধান হয়েছেন বিজেপি'র রিঙ্কু দাস। সুতি ২ নং ব্লকের মহিশাইল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের পর তৃণমূল বিরোধী সমস্ত দলের সদস্যরা উচ্ছ্বসিত কর্মী সমর্থকদের নিয়ে নবনির্বাচিত প্রধান ও উপপ্রধানকে সামনে রেখে মিছিল করে পঞ্চায়েতের এলাকা পরিদর্শন করেন। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের লালগোলার বিলবোরাকোপরা পঞ্চায়েত দখল করল কংগ্রেস। প্রধান হলেন কংগ্রেসের রফিকুল আলম। উপপ্রধান হন কংগ্রেসেরই জিয়াউল হক।

বর্ষায় চেঙ্গাইলের বি সি রায় রোডের বেহাল দশা

এম এ মনু, উলুবেড়িয়া: চলতি বছরের বর্ষায় চেঙ্গাইলের বি সি রায় রোডের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রাস্তায় গর্ত হয়ে এবং তাতে জল জমে ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে। নিত্য পথযাত্রীদের দুর্দশার অন্ত নেই। এলাকার জনগণের দুর্ভোগ সত্ত্বেও কোনও হেলদোল নেই পুরসভার।

বছর তিনেক আগে উলুবেড়িয়া পুরসভার তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, পুর এলাকার সমস্ত রাস্তা সংস্কার হয়ে যাবে এক বছরের মধ্যে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি সার। জাতীয় সড়ক (মুম্বই রোড) থেকে বাউড়িয়া, বুড়িখালি এবং চেঙ্গাইল রেলস্টেশন পর্যন্ত সংযোগকারী একমাত্র ও প্রধান যাতায়াতের পথ হল এই বি সি রায় রোড। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত কয়েক হাজার পথচারীদের যাতায়াত। ট্রেন যাত্রীসহ প্রেমচাঁদ জুট ও লাডলো জুটমিলের শ্রমিক এবং স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকাবাসীদের যাতায়াতের একমাত্র পথ এটাই। উলুবেড়িয়া পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের এই দুই কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ার ফলে রাস্তার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে যত্রতত্র গর্তে পরিণত হয়েছে। বর্ষায় বৃষ্টির জল জমে কিছু কিছু জায়গায় ডোবার আকার ধারণ করেছে। ফলে নিত্য যাত্রী-সহ এলাকার মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার। অ্যাম্বুলেন্স, সাইকেল, রিকশা, পণ্যবাহী অটো-ভ্যান ও টোটো চালকদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। খানা-খন্দের জলে ডোবা বিপদ সংকুল রাস্তায় পথচারীদের দুর্দশার শেষ নেই। বিশেষ করে এলাকার দুটি হাইস্কুলের এবং কয়েকটা প্রাইমারি স্কুলের কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীরা যাতায়াতের সমস্যায় আতঙ্কিত। অস্বস্তিতে রয়েছে পুর এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার সাধারণ মানুষের ক্ষোভের আগুন প্রকাশ্যে চলে আসছে। এই বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার রাখি করনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। উলুবেড়িয়া পুরসভার যেন কোনও হেলদোল নেই। এই বিষয়ে উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান অভয়কুমার দাস জানালেন, বিসি রায় রোডের খুবই খারাপ অবস্থা। এই রাস্তার বিষয়ে আমাদের নজর আছে। ইতিমধ্যেই অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, টেন্ডার পাস হয়ে গেছে, বর্ষার জন্য কাজ করা যাচ্ছে না, পিচ ঢালাই রাস্তা হবে। আপাদকালীন সমস্যার সমাধান করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

'মণিপুরে ভারতমাতাকে হত্যা করেছেন মোদী'

প্রথম পাতার পর

আমার মা এখানে বসে আছেন। আমার আর এক মা ভারতমাতা। আপনি তাঁকে মণিপুরে হত্যা করেছেন। এরপর তিনি প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী কেন মণিপুর সফরে যাননি আজও। আপনি ভারতমাতার রক্ষক নন। আপনি তাঁর হত্যাকারী। প্রধানমন্ত্রী মণিপুরে যাননি, কারণ তিনি মণিপুরকে ভারতের অংশ বলে মনে করেন না। আপনি মণিপুরকে বিভাজিত করে দিয়েছেন। মণিপুর আজ দ্বিখণ্ডিত।

রাহুল গান্ধী এদিন ভাষণ শুরু করেন তাঁর ভারত জোড়ো যাত্রা দিয়ে। তিনি তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারত জোড়ো যাত্রা করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন এখনও ভারত জোড়ো যাত্রা শেষ হয়নি। তাই মণিপুরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পেরেছেন প্রধানমন্ত্রী। রাহুল গান্ধী বলেন, মণিপুরের কথা প্রধানমন্ত্রী ভাবছেন না। মণিপুর জ্বলছে, প্রধানমন্ত্রী মণিপুর নিয়ে মৌন রয়েছেন। এখন অনেক কাজ রয়েছে, ভারতমাতাকে রক্ষা করতে হবে, ভারত জোড়োর কাজ চালিয়ে যেতে হবে। উল্লেখ্য, রাহুল গান্ধী ফের ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করবেন। এবার পশ্চিম ভারতের গুজরাত থেকে উত্তর-পূর্বের মেঘালয় পর্যন্ত ভারত জুড়তে শুরু করবেন ভারত পরিক্রমা।

মুসলিমদের নিষিদ্ধ ঘোষণা

প্রথম পাতার পর

সেই ঘটনায় এক ইমাম-সহ ৬ জনের মৃত্যু হয়। এরপর ৮০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত নুহ জেলায় বুলডোজার চালিয়ে মুসলিমদের ৩০০ বাড়ি গুঁড়িয়ে দেয় মনোহরলাল খাট্টারের বিজেপি সরকার। এমনকী বেছে বেছে মুসলিমদের বিরুদ্ধেই এফআইআর করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের নির্দেশে বুলডোজার অভিযানের ওপর স্থগিতাদেশ জারি হয়েছে। তবে, তাতেও থামেনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতাদের তীব্র ঘৃণা। মুসলিম ব্যবসায়ীদের বয়কটের ঘোষণা করে ৫০টি পঞ্চায়েত যে নোটিশ দিয়েছে, এই ঘটনায় বিদ্বেষের সেই ছবি আরও একবার সামনে এল।

মানুষ ‘ভিক্ষাশ্রী’ চায় না মহিষাদলের সভায় তৃণমূলকে

তীব্র কটাক্ষ আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকের বেশ কিছু আসনে প্রার্থী দিয়েছিল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। তার মধ্যে কয়েকটি আসনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের হারিয়ে জয়লাভ করেছেন আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা। এবার মহিষাদল ব্লকে আইমার জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। জেলার মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত রবীন্দ্র পাঠাগারে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। জয়ী প্রার্থীদের সংবর্ধিত করার পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্যও রাখেন আইমা সুপ্রিমো। আইমা সমর্থিত প্রার্থীদের জেতানোর জন্য মহিষাদলের মানুষকে ধন্যবাদ জানান তিনি। এরই সঙ্গে ভাইজান বিজয়ী প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে ভাইজানের নির্দেশ, মানুষ ভোট দিয়ে আইমার প্রার্থীদের জয়ী করেছেন। তাই এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলে চলবে না। মানুষের কাজ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে পিছন দিকে না তাকিয়ে।

এদিনের অনুষ্ঠান থেকেও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন আইমা সুপ্রিমো। অন্যদিকে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়ার কারণ

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, “ভারতের মুসলিমদের দুটি ধারায় ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটি হল ধর্মীয় ধারা আর দ্বিতীয়টি সামাজিক বা রাজনৈতিক ধারা। আর সেই কারণেই ভারতের মুসলিমরা মনে করে ইমাম, মুফতি, মৌলানা সাহেবরা ধর্ম নিয়েই থাকুন, রাজনীতিতে তাঁদের আসার দরকার নেই। অথচ মুসলিম সমাজের এই ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরাই রাজনীতির প্রথম সারিতে থাকলে জাতিকে আলোর পথ দেখাতে পারতেন।”

মুসলিম সম্প্রদায়ই চায় না ধর্মীয় নেতারা রাজনীতিতে আসুক, মত আইমা সুপ্রিমোর। তাঁর আরও সংযোজন, বোকা মুসলিম সম্প্রদায়ের নার্ভটা ভালোভাবেই জানেন রাজনীতির কারবারিরা। ফলে যারাই যখন ক্ষমতায় এসেছে তারাই এই সম্প্রদায়কে ফুটবলের মতো ব্যবহার করেছে। এবং আজও তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ফুটবলে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল— এরা সবাই একই পথের পথিক।

ভারতের রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, পিছিয়ে পড়া মানুষকে আরও পিছিয়ে দেওয়া। যারা এই কাজটা যত ভালোভাবে করতে পারে তারা তত বেশিদিন ক্ষমতায় থাকে। অথচ ক্ষমতাধর শাসকের কাছে ক্ষমতা থাকলেও মানুষের জন্য সব কাজ করে না তারা। কেননা, নেতারা মনে করেন, সব কাজ করে দিলে কোন ইস্যুকে তুলে ধরে ভোট চাওয়া হবে? এই রাজনৈতিক দর্শনকে হাতিয়ার করেই স্বাধীনতার পর থেকে একটার পর একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে আর আরও পিছিয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে সংখ্যালুঘু মানুষ। এর থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকার পরিবর্তন। তাহলেই জনগণের জন্য অভূতপূর্ব কাজ হবে বলে মনে করেন আইমা সম্পাদক। পাশাপাশি নেতাদের মনেও ভয় থাকবে, কাজ না করলে পরের নির্বাচনে ক্ষমতায় ফেরা যাবে না।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার যেসব অঞ্চলে আইমার প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন সেইসব অঞ্চলে আইমার ছেলেরা প্রতিরোধ গড়তে পেরেছিল, কিন্তু যেসব জায়গায় ছাপ্পা ভোট রুখতে পারেনি, ব্যালট লুঠ আটকাতে পারেনি, সেসব জায়গায় হেরে গিয়েছেন আইমার প্রার্থীরা। তাতে কোনও লজ্জা নেই। কারণ, এই হার আসলে শাসকদলের বিরুদ্ধে আইমার প্রার্থীদের নৈতিক জয়। ফলে হেরে গিয়ে ঘরে বসে থাকার মানসিকতা নিয়ে চললে হবে না। লড়াইয়ে হার-জিত থাকে। তাই হেরে গেলেও মানুষের জন্য কাজ করতে হবে বলে জানান আইমার কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। সবশেষে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পকে তীব্র কটাক্ষ করে আইমা সুপ্রিমোর মন্তব্য, মানুষ ‘ভিক্ষাশ্রী’ চায় না, চায় না অনুদান। মানুষ চায় কাজ, চায় চাকরি। মাননীয়ার কাছে অনুরোধ, অনেক তো চুরি হল, এবার মানুষের জন্য একটু ভাবুন।

মসজিদুল আনোয়ার। প্রতাপপুর দরবার শরিফের সামনে দিয়ে যানবাহনে বা পদব্রজে যাবার সময় এই মসজিদটির মনোরম দৃশ্য চোখে পড়বেই যাত্রীদের। বৃষ্টিভেজা মসজিদুল আনোয়ারের ছবি যেন আরও সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের দৃষ্টিকে মোহিত করে দেবার জন্য।

পুলিশকে ছাতা উপহার দিল বালেশ্বর আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: দিনকয়েক আগেই প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা থেকে ঘুরে এলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাঁর এই সফরে স্বভাবতই উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন ওড়িশায় আইমার একাধিক ইউনিটের সৈনিকরা। ভাইজান সেখানে আইমার নেতৃত্বদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। এবার তাঁর সফরের পরপরই অভিনব এক উদ্যোগ গ্রহণ করল ওড়িশার বালেশ্বর ইউনিট।

আইমার এই ইউনিটের পক্ষ থেকে স্থানীয় অঞ্চলের পুলিশদের হাতে ছাতা তুলে দেওয়া হল। প্রচণ্ড দাবদাহ হয়তো এখন আর নেই।

কিন্তু তবুও গরমের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না মানুষ। তার ওপর চলছে বর্ষার মরশুম। ফলে বৃষ্টিতে ভিজে যাবার সম্ভাবনা থাকছেই। এই অবস্থায় পুলিশ তার দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকতে পারে না। ফলে রোদ-ঝড়-জলেও কর্তব্যের প্রতি অবিচল থাকতে হয় পুলিশ কর্মীদের। সারাদিন ইউনিফর্ম পরে তাঁরা মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এবার সমাজদরদ এইসব পুলিশদের হাতে ছাতা তুলে দিয়ে মানবিক কর্তব্য পালন করলেন বালেশ্বর আইমা ইউনিটের সৈনিকরা। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে এই পবিত্র কর্মসম্পন্ন করলেন তাঁরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেশ কয়েকমাস আগে ওড়িশায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পর অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এই ইউনিটের সদস্যরা অমানুষিক পরিশ্রম করে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের সেই মানবিক উদ্যোগের স্বীকৃতি মিলেছিল রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের

উপস্থিতিতে। এবার পুলিশের হাতে ছাতা তুলে দিয়ে আরও একবার মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বালেশ্বর আইমা ইউনিট।

সাম্প্রদায়িকতা রোধে এগিয়ে আসুক যুবসমাজ: সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান

নিজস্ব প্রতিনিধি: “আমরা সংখ্যালঘু বঞ্চিত হয়েছি খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে। প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত দেশের অধিকাংশ মানুষ। বৈচিত্র্যময় এই ভারতে রাজনৈতিক হিংসার বলি এদেশের সংখ্যালঘুরা। এমতাবস্থায় ভারতের সার্বভৌমিক বৈচত্র্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব এদেশের যুব সম্প্রদায়ের।”

উপরের এই কথাগুলো বলেছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাঁর এই গভীর উপলব্ধির কথা সম্প্রতি তিনি ব্যক্ত করেন সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে। ভাইজানের এই কথাগুলোর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করেন সমাজবিদরাও। কারণ, আরএসএস পোষিত বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সমগ্র ভারতে ঘৃণার চাষ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এই সরকারের হাতে নিরাপদ নয় বলেই মনে করেন সম্প্রীতির কারবারিরা। আর এই বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে সমাজ মাধ্যমে তুলে ধরেছেন আইমা সুপ্রিমো। এর থেকে পরিত্রাণের উপায়ও তিনি বাতলে দিয়েছেন। আর তা হল, হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মনিরপেক্ষ মানুষরাই একমাত্র পারেন সাম্প্রদায়িকতার শিকড় উপড়ে ফেলতে। তাই রাজনীতিতে অভিষেক ঘটুক শিক্ষিত মানুষের। সমাজ পরিবর্তনে এগিয়ে আসুক হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবসমাজ, আহ্বান আইমা সম্পাদকের। সেই সঙ্গে তিনি আরও দাবি করেন, যেদিন ভারতীয় রাজনীতিতে শুদ্ধবাদীরা প্রবেশ করবেন, সেদিন থেকেই দেশের রাজনীতির ভোল পাল্টে যাবে। বন্ধ হবে সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণের মতো মারাত্মক ব্যাধি।

সিদ্ধায় আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ আইমার লড়াকু সৈনিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: যে কোনও সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে বুথস্তরে সংগঠনকে শক্তিশালী করার প্রয়াস নেয় রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে অরাজনৈতিক সংগঠনগুলোও। কারণ, সংগঠন মজবুত না হলে মানুষের জন্য কাজ করা যায় না। ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত হয় মহৎ প্রয়াস। ফলে সাংগঠনিক সুবিধার জন্যই বুথ ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলতে হয়। আর এই গড়ে ওঠার পিছনে যেমন ভূমিকা থাকে সংগঠনের কর্মীদের, তেমনই কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় একটি নির্দিষ্ট অফিস বা কার্যালয়ের। এবার এমনই একটি আঞ্চলিক অফিস তৈরি করে কাজ শুরু করলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধা অঞ্চল ইউনিটের সৈনিকরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সিদ্ধা আইমা ইউনিটটি দীর্ঘদিন ধরে একনিষ্ঠভাবে সমাজসেবার কাজ করে চলেছে। বিপদে-আপদে সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যান এই ইউনিটের সদস্যরা। আর তার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁরা পেয়েছেন অগণিত মানুষের ভালোবাসা। সিদ্ধা আইমা ইউনিটের লড়াকু সৈনিকরা এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ওই অঞ্চল থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভালো ফল করেছেন আইমার প্রার্থীরা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও

সিদ্ধা অঞ্চলে কোনও আঞ্চলিক অফিস ছিল না আইমার। এবার সেই অফিস তৈরি করে পুরোদমে মানুষের জন্য কাজ শুরু করে দিলেন সিদ্ধা অঞ্চল আইমা ইউনিটের সৈনিকরা। আইমা সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশকে মাথায় রেখে তাঁরা আরও বেশি বেশি করে মানুষের পাশে থাকবেন, মানুষের জন্য কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন ওই অঞ্চলের আইমা নেতৃত্ব।

মাসিক পর্যালোচনা সভা বেলডাঙা আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতি মাসের মতো এ মাসেও সাংগঠনিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেলডাঙা আইমা ইউনিটে। উপস্থিত ছিলেন ওই ইউনিটের সম্পাদক হাজিকুল আলম-সহ অন্যান্য সদস্যরা। এই পর্যালোচনা সভার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল মুর্শিদাবাদ জেলাজুড়ে কীভাবে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠনকে বৃদ্ধি করা যায়। জেলার প্রতিটি ব্লক ও থানাভিত্তিক অঞ্চলে আইমাকে পৌঁছে দিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। এছাড়া আর চারদিন পরেই দেশজুড়ে মহা সাড়ম্বরে পালিত হবে স্বাধীনতা দিবস। এই দিন আইমার বিভিন্ন ইউনিটে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। স্মরণ করা হয় দেশের সেইসব বীর সন্তানদের, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। এই স্বাধীনতা দিবস পালিত হবে বেলডাঙা আইমা ইউনিটের উদ্যোগেও। ফলে সেই বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন উপস্থিত নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা আইমা ইউনিট নানামুখী সমাজসেবামূলক কাজ করে চলেছে অনেকদিন ধরেই। আইমার প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি তথা প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতিকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছে বেলডাঙা আইমা ইউনিট। ইতিমধ্যেই আইমার এই ইউনিটের কাজ প্রশংসিত হয়েছে জেলাজুড়ে। এবার সমগ্র জেলায় আইমাকে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস নিয়েছেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের নেতৃবৃন্দ। এদিনের পর্যালোচনা সভা থেকে সেই বিষয়টিই বার বার উঠে এল। এরই পাশাপাশি দেশের সার্বিক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় এদিনের সভায়। সম্প্রতি মুম্বইগামী জয়পুর-মুম্বই এক্সপ্রেসে আরপিএফের উগ্রহিন্দুত্ববাদী মুসলিম বিদ্বেষী কনস্টেবল চেতন সিং কর্তৃক বেছে বেছে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা, হরিয়ানায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলিমদের ওপর সরকারি দমন পীড়নের তীব্র নিন্দা করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।

ভারতে বিপজ্জনক হারে বেড়ে চলেছে সহিংস হিন্দুত্ববাদ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি সাম্প্রদায়িক ঘৃণা। যাতে আবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মদত রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির বহু নেতার। মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই ঘৃণাকে কীভাবে কমানো যায়, সে বিষয়েও আলোচনা করেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের নেতৃত্ব। তাঁরা মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ দিক সম্পর্কে সচেতন করতে হবে বলে একবাক্যে মেনে নেন সকলে। পাশাপাশি মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বাতাবরণ গড়ে তুলতে হবে বলেও মনে করেন। সবমিলিয়ে বেলডাঙা আইমা ইউনিটের এই পর্যালোচনা সভা সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
২৩ মহরম ১৪৪৪ হিজরি ○ ১১ আগস্ট ২০২৩ ○ ২৫ শ্রাবণ ১৪৩০ ○ শুক্রবার

ইস্যু নেই

"দেশ কে গদ্দারোঁ কো, গোলি মারো সালোঁ কো"— এনআরসি আন্দোলনের সময় কেন্দ্র সরকারের তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর-সহ বিজেপির তাবড় নেতারা ওই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে প্রায়শই এমন ঘৃণাভাষণ ব্যবহার করতেন। তাঁদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য মুসলিমরাই যে ছিল, এ কথা না বলে দিলেও চলে। বিজেপি নেতাদের ব্যবহৃত সেই পুরনো স্লোগান আবার একবার নতুন করে ফিরে এল হরিয়ানার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়।

হরিয়ানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল ভিজ বুঝে হোক বা না বুঝে; একটা খুব বড় সত্যি কথা বলে ফেলেছেন। এই দাঙ্গা যে পূর্ব পরিকল্পিত, তা মুখ ফুটে বলে দিয়েছেন তিনি। 'রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত দাঙ্গা' যখন কোনও সম্প্রদায়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন প্রসাশনের অন্দরেই তার নীল নক্সা তৈরি হয়ে যায়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের উগ্র মুসলিম বিরোধিতাকে আরও উস্কে দিয়ে হরিয়ানা দাঙ্গার নীল নকশা বহু আগেই তৈরি হয়েছিল বিজেপিশাসিত হরিয়ানায়।

বজরং দলের স্বঘোষিত গোরক্ষক মনু মানেসর নামে এক কালপ্রিট মাত্র দু'মাস আগেই দলবল নিয়ে নাসির ও জুনায়েদ নামে দুই মুসলিম তরুণকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। অথচ এত নৃশংস এবং ভয়াবহ অপরাধ করার পরেও তার কোনও শাস্তি হয়নি। বরং সে এখনও পুলিশের খাতায় 'নিখোঁজ' ব্যক্তি। অতি সামান্য অপরাধে যখন দিনের পর দিন মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনও মানুষকে জেলের অন্ধকারে পচে মরতে হয়, তখন জঘন্য অপরাধ করার পরেও মনু মানেসররা 'নিখোঁজ' হয়ে জনসমক্ষে বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়ায়। না কোনও পুলিশ তার হদিশ পায়, না কোনও আদলত তার বিরুদ্ধে সমন জারি করে। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রশাসনিক এবং বিচারব্যবস্থার বর্তমান হাল।

মহম্মদ সাদ নামের যে তরুণ ইমাম সাহেবকে দাঙ্গাকারীরা নৃশংসভাবে গলা কেটে হত্যা করল তার বিচার আদৌ হবে কি না সেই উত্তর নিহিত আছে ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে লোকসভা ভোটের আগে যে 'খেলা' শুরু করেছে আরএসএস নামক সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী উগ্রবাদী সংস্থাটি এবং তাদের দোসর বিজেপি, তা কিন্তু হিন্দু এবং মুসলিম; উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনবে। ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটের আগে রামমন্দির ছাড়াও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ, জাতীয়তাবাদের পালে ভুয়ো হাওয়া দিয়ে হিন্দুদের মনে তীব্র মুসলিম বিরোধিতার বীজ পুঁতে দেওয়া-সহ একাধিক ইস্যু নিয়ে পথে নেমেছিল বিজেপি। তাদের সেই প্রচারে প্রভাবিত হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ঢেলে ভোট দিয়েছিলেন বিজেপি এবং তার শরিক দলগুলোকে। কিন্তু এখন রামমন্দির বা কাশ্মীরের ৩৭০ ধারার মতো কোনও ইস্যু তাদের হাতে নেই। উপরন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া দাম-সহ পেট্রোল-ডিজেল, রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি একরকম কাবু করে ফেলেছে বিজেপিকে। তার ওপর ২৬টি বিরোধী দলের 'ইন্ডিয়া' জোট নরেন্দ্র মোদীর কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। তাই বিজেপিকে আবার ফিরতে হচ্ছে সেই হিন্দুত্ববাদেরই পথে। তার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দাঙ্গা লাগাতে হবে। কারণ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাই পারবে বিজেপির জয়ের পথ মসৃণ করতে। এখনও ৮০ ভাগ বিজেপি নেতৃত্বই বিশ্বাস করেন এই তত্ত্বে। তবে সে গুড়েও বালি। কেননা বিজেপির জনপ্রিয়তায় যে দিনকে দিন ভাটা পড়ছে, সে কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে তাদের পরিচালক রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘও। তাদেরও এখন বলতে হচ্ছে, মোদীর জনপ্রিয়তা এবং হিন্দুত্ববাদ দিয়ে আর বেশিদিন ভোটে জেতা যাবে না। উন্নয়নের রাজনীতিতে মন দিতে হবে বিজেপিকে।

'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি' বলে বাংলায় একটা বহু পুরনো প্রবাদ আছে। বর্তমানে বিজেপি নেতাদের অবস্থা ঠিক এরকমই। দেশের ১৫ শতাংশ মুসলিমদের 'টাইট' দেবার জন্য এরা ৮০ ভাগ হিন্দুকে যে বিপদে ফেলছে, সে কথা নিজেরাও জানে। তবু থামতে চাইছে না কোনও অদৃশ্য কারণে। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশে ইতিমধ্যেই বিজেপির প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছে, ভোটের ফলাফলে এর প্রভাব যে পড়বে, তা একরকম দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আর এই অঙ্কটাই মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে নরেন্দ্র মোদী-সহ বিজেপি নেতাদের। ফলে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, বিরোধীদের মোকাবিলার মতো কোনও শক্তিশালী ইস্যু খুঁজে না পেয়ে এরা আশ্রয় নিচ্ছে সেই পুরনো স্ট্র্যাটেজি— ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার। হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিমদের দাঙ্গা বাঁধিয়ে নিজেদের আখের গোছানোর এই জঘন্য মানসিকতা আদৌ আর কোনও কাজে আসবে কি না সময়ই বলবে। তবে তার আগে তাদের এই চক্রান্তকে রুখে দেওয়ার জন্য সর্বস্তরে প্রতিবাদ-আন্দোলনই হবে মোক্ষম অস্ত্র।

• • • • • •

ডেনিশ মিডিয়ার ইসলামোফোবিয়া এবং একজন জোরাম ভ্যান

১৯৭৩ সালে অভিবাসী আইনে পরিবর্তন এনে মুসলিম অভিবাসন একেবারে বন্ধ করে দেয় ডেনিশ সরকার। এরপর ১৯৮০-র দশকে আবারও মুসলিম অভিবাসন শুরু হয়। যাকে দ্বিতীয় ঢেউ বলে উল্লেখ করা হয়। মুলত মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলো থেকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে ডেনমার্কে আসে বহু মুসলিম। এরপর মুসলিমের সংখ্যা ও উপস্থিতি ডেনমার্কে ক্রমেই বেড়েছে। ঠান্ডা যুদ্ধের পরে সেই উপস্থিতিকে সভ্যতার সংঘাতের চোখ দিয়ে দেখা হয়। —লিখছেন মুসা আল হাফিজ

আইনজীবী এবং রাজনীতিক রাসমুস পালুদানের জন্ম ১৯৮২ সালে। ডেনমার্কের উত্তর জিল্যান্ডের হর্নবেকে জন্ম তাঁর। তারুণ্যের প্রথম প্রহরে 'ইসলামী মৌলবাদ', 'মুসলিম সন্ত্রাস' ইত্যাদি আতঙ্কের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। বাস্তব জীবনে নয়, মিডিয়ায়। মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং ইউরোপের সমাজ-সংস্কৃতির জন্য মুসলিমরা একটা হুমকি, এই অনুভব তাঁর সবল হতে থাকে। নাইন-ইলেভেন এবং ওয়্যার অন টেররের তীব্র মোচড় পালুদানকে করে তোলে এমন এক রাজনীতিক, যিনি জাতিগত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনতুষ্টিকে গ্রহণ করেন হাতিয়ার হিসেবে।

পালুদানের মতো আরও বহু নেতা একই প্রেক্ষাপটে উঠে আসেন। উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির জয়জয়কার এখন ডেনমার্কে। ১৯৯৫ সালে গঠিত হয় ডেনিশ পিপলস পার্টি। দলটির মূল্যবোধ গঠন করেছে অভিবাসন-বিরোধিতা এবং ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামবিদ্বেষ। ফ্রান্সে ন্যাশনাল ফ্রন্ট, জার্মানিতে এএফডি, হাঙ্গেরিতে ফিডেস, সুইডেনে এসডি, স্পেনে ভক্স পার্টি, অস্ট্রিয়ায় ফ্রিডম পার্টি, ইতালিতে লিগ এবং ব্রাদার্স অব ইতালি একই ধারায় রাজনীতি করে জনগণকে উদ্বেলিত করতে পেরেছে। ইউরোপের উদারবাদী রাজনীতি উগ্র জাতীয়তাবাদের কাছে জমি হারাচ্ছে, এটি সবার কাছে পরিষ্কার। কিন্তু এখানে পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় মিডিয়া, এটি গোটা প্রবণতার প্রতি চোখ বুলালেই স্পষ্ট হয়ে যায়। দেখা যায়, দলগুলোর যে ন্যারেটিভ, তা আগে থেকে মিডিয়ায় উচ্চারিত হয়ে আসছিল। এসব দলের গণভিত্তি ও বিস্তারের আগের কাজটি করেছে মিডিয়া। অব্যাহতভাবে ইসলাম-হুমকির প্রচার ও ভীতি তৈরির মধ্য দিয়ে।

৪২ হাজার ৯২৪ বর্গকিলোমিটার আয়তনের দেশ ডেনমার্কের মোট জনসংখ্যা ৫৮ লাখ ৪০ হাজারের মতো। জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশই খ্রিস্টান। ইসলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। ২০১৭ সালের পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্যমতে ডেনমার্কে তিন লাখ ১৩ হাজার ৭১৩ জন মুসলমান বসবাস করেন, যা ডেনমার্কের মোট জনসংখ্যার ৫.৪ শতাংশ। এই মুসলিমদের বেশিরভাগই অভিবাসী। যাদের প্রধান অংশটি এসেছে তুরস্ক থেকে। ডেনমার্কে ধর্মান্তরিত স্থানীয় মুসলিমের সংখ্যাও কম নয়। ২০১৭ সালে প্রায় ৩ হাজার ৮০০ ডেনিশ নাগরিক মুসলিম হন। খ্যাতিমান ডেনিশ নাগরিকদের ইসলাম গ্রহণের ধারা অনেক পুরনো।

হল্যান্ডের বিখ্যাত জলদস্যু জান জানসুন ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলামে দীক্ষিত হন এবং হয়ে ওঠেন বিখ্যাত প্রশাসক জান মুরাত রেইস জানশুন (১৫৭০-১৬৪১)। তাঁর পুত্র এন্থনি জ্যান্সজুন ভ্যান সালি (১৬০৭-১৬৭৬) ছিলেন নিউ নেদারল্যান্ডের একজন মূল বসতি স্থাপনকারী এবং বিশিষ্ট জমিদার। তাঁকে বলা হত 'এন্থনি দ্য তুর্ক'। তাঁর মা ছিলেন স্পেনিশ মরিস্কো মুসলিম। এন্থনির প্রথম স্ত্রী গ্রিয়েটসে মারা যান ১৬৬৯ সালে। তারপর তিনি বিয়ে করেন মেটজে গ্রেভেনরায়েটকে, যিনি ছিলেন জাতিগত ডেনিশ মহিলা। ডেনমার্কে এন্থনির বংশধরদের অনেকেই মুসলিম বসতির বিস্তার করেন। কিন্তু ১৮৮০ সালে পরিচালিত প্রশ্নবোধক আদমশুমারিতে ডেনমার্কে মাত্র আটজন মুসলিমের নাম নথিভুক্ত হয়েছিল। পরে অবশ্য মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দেখানো হয়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রতিটি আদমশুমারিতে মুসলিমদের সংখ্যা গণনা করা হয়েছে এবং প্রতিবারই আগের চেয়ে সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু ডেনমার্কে ইসলামকে শত্রু হিসেবে দেখার লোকের অভাব ছিল না কোনওকালেই। ক্রুসেডে অংশগ্রহণ করেছিল অগণিত ডেনিশ। তুরস্কের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধগুলোতে তাদের ভূমিকা ছিল বরাবরই। স্পেন থেকে নির্বাসিত মরিস্কো মুসলিমদের ওপর ডেনিশ জলদস্যুদের অত্যাচার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। মুসলিমদের ইতিবাচক দৃষ্টিতে না দেখার ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও ডেনমার্কে মুসলিমদের অভিবাসনের দরজা উন্মোচিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে। সেখানকার শিল্পায়নের ফলে শ্রমিক চাহিদা বাড়ে। ফলে যুগোস্লাভিয়া, তুরস্ক, পাকিস্তান ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিমপ্রধান দেশগুলো থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম ডেনমার্কে আসে। ১৯৫০-এর দশকে এই আগমনের একটি ঢেউ লক্ষ করা যায়। কিন্তু ডেনিশ সমাজে সম্প্রসারণশীল ধর্ম হিসেবে ইসলাম বিকশিত হচ্ছিল আরও আগে থেকেই। ১৯২৯ সালে বিখ্যাত ডেনিশ লেখক ও সাংবাদিক নুড হলস্মো প্রথম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

১৯৭৩ সালে অভিবাসী আইনে পরিবর্তন এনে মুসলিম অভিবাসন একেবারে বন্ধ করে দেয় ডেনিশ সরকার। এরপর ১৯৮০-র দশকে আবারও মুসলিম অভিবাসন শুরু হয়। যাকে দ্বিতীয় ঢেউ বলে উল্লেখ করা হয়। মূলত মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলো থেকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে ডেনমার্কে আসে বহু মুসলিম। এরপর মুসলিমের সংখ্যা ও উপস্থিতি ডেনমার্কে ক্রমেই বেড়েছে। ঠান্ডা যুদ্ধের পরে সেই উপস্থিতিকে সভ্যতার সংঘাতের চোখ দিয়ে দেখা হয়। যে অভিবাসী ডেনিশ মুসলিমদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্ম ডেনমার্কের নাগরিক হিসেবে বড়ো হয়েছে, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখার মনোবৃত্তি ছড়াতে থাকে প্রধানত মিডিয়ার মাধ্যমে। ডেনিশ মিডিয়ার ল্যান্ডস্কেপে ইসলামোফোবিক বিষয়বস্তু ক্রমবর্ধমান হারে হাজির হতে থাকে। তারা অসংখ্য প্রতিবেদনের মাধ্যমে ঘৃণাপূর্ণ একটি অন্ধকারের আধিপত্য তৈরি করে। ২০০৮ সালে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের Islam and the West Annual Report on the State of Dialogue. Geneva World Economic Forum শীর্ষক রিপোর্ট স্পষ্ট করে, ডেনিশ মিডিয়া মুসলিম এবং ইসলামের সবচেয়ে বেশি সমালোচক হতে চেয়েছে। জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈরী সুর উচ্চারণ করেছে ভুল অনুমান ও বিদ্বেষের ওপর ভর করে। বর্ণবাদ ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ডেনমার্কের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মুসলিমদের প্রতি ডেনিশ মিডিয়ার ঘৃণাপূর্ণ মনোভাব অপরাধকে ডেকে আনতে থাকে, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে শঙ্কার ঘণ্টা বাজাতে শুরু করে।

২০০৫ সালে ডেনিশ সংবাদপত্র Jyllands-Posten 'দ্য মুহাম্মদ ড্রয়িংস' প্রকাশ করে, যা মহানবি সা.-এর নামে কিছু অপমানজনক ব্যঙ্গচিত্রের সমষ্টি। মুসলিম দুনিয়ার পাশাপাশি বিশ্বের উল্লেখযোগ্য একটি অংশকে তা ক্ষুব্ধ করে। ডেনিশ মিডিয়া এটিকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে প্রচার করলেও এটা ছিল ইসলামোফোবিক অনুভূতির বিদ্বেষপূর্ণ প্রকাশ। মহানবি সা.-এর নামে একটি কার্টুন সাজিয়ে পাগড়িতে বোমা রাখা কোন ধরনের বাক-স্বাধীনতা? ইসলামে মহানবি সা.-এর চিত্র আঁকা নিষেধ। সে ক্ষেত্রে এমনটি না করাই তো ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা। মুসলিমরা কখনওই যিশুখ্রিস্ট কিংবা কোনও ধর্ম প্রবর্তকের অপমান করে না। ইসলামই এসব কাজ নিষিদ্ধ করেছে।

ডেনিশ মিডিয়ায় ইসলামের নেতিবাচক ফ্রেমিং ও তথাকথিত Muslim misery বা মুসলিম দুর্দশার প্রচার নিয়ে অনুসন্ধান চালায় ডেনিশ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চ। ওই গবেষণাকর্ম প্রশ্ন তোলে যে, মুসলিমদের নেতিবাচক চিত্রায়ন ডেনিশ সংবাদমাধ্যমের প্রধান অসুখ কি না! গবেষণাকর্মে ডেনমার্কের চারটি প্রধান সংবাদপত্রের ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয়। রাজনৈতিকভাবে সংবাদপত্রগুলো যদিও বৈচিত্র্যময়, কিন্তু ইসলামঘৃণায় তারা পরস্পরের লগ্ন। জিল্যান্ডস পোস্টেন এই ধারার প্রধান এক সংবাদপত্র, অন্য পত্রিকাগুলো হল সোশ্যাল লিবারেল দৈনিক Politiken, ঐতিহ্যবাহী ট্যাবলয়েড Ekstra Bladet, (ডেনমার্কের র‍্যাঙ্কিংয়ে কাগজটির অবস্থান সবার উপরে), ইভাঞ্জেলিক্যাল সংবাদপত্র ক্রিস্টেলিগট ডাগব্লাড। প্রধান এই চার কাগজের সংবাদ, কলাম, সম্পাদকীয়, প্রতিবেদন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে ডেনিশ ন্যাশনাল সেন্টার এই উপসংহারে পৌঁছেছে, ডেনমার্কের মিডিয়া সাধারণত মুসলিম এবং ইসলামকে নেতিবাচকভাবে কভার করে এবং ডেনিশ মুসলমানরা যেসব বৈষম্য বা বর্ণবাদের মুখোমুখি তা উপেক্ষা করে। ইসলামকে প্রায়ই 'ডেনিশ মূল্যবোধ' বা খ্রিস্টধর্মের জন্য হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

মুসলিমবিরোধী বয়ানগুলো ডেনিশ প্রেসে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। মিডিয়ার এই প্রচারণা ইসলামকে যেভাবে উপস্থাপন করে, তার ফলে প্রজন্মের মন শুধু বিদ্বেষে ভরপুর হচ্ছে না; বরং ইসলামোফোবিয়া ডেনমার্কের রাজনীতির প্রধান আবেগে পরিণত হচ্ছে। জন্ম নিচ্ছেন রাসমুস পালুদানের মতো নেতৃত্ব।

তবে আশার বিষয়, মিডিয়ায় প্রচারিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ন্যারেটিভগুলো অনেক সময় ধসে পড়ে বাস্তব অনুসন্ধানে। যার নজির লক্ষ করা যায় নবদীক্ষিত মুসলিমদের অভিজ্ঞতায়। তারা ঘৃণার ভেতর থেকে ইসলামকে সত্যিকারভাবে জানতে চেয়েছেন এবং অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এর সুন্দর দৃষ্টান্ত ফার-রাইট ফ্রিডম পার্টির প্রাক্তন এমপি জোরাম ভ্যান ক্লাভেরেনের ইসলাম গ্রহণ।

তিনি বলতেন, "ইসলাম মানেই হল মিথ্যাচার এবং কুরআন একটি বিষাক্ত গ্রন্থ।"

ইসলামকে কেন উচ্ছেদ করা দরকার, সেই বয়ানের প্রচারে ২০১৪ সালে একটি বই লিখ তে চাইলেন জোরাম। কিন্তু ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে ২০১৮ সালে তিনি দীক্ষিত হন ইসলামে। দলটির আরেক এমপি আর্নড ভ্যান ডোর্নেরও একই অভিজ্ঞতা হয়। ইসলাম অধ্যয়ন করতে গিয়ে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। জোরাম এখন এন্থনি জানসুন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। এর কাজ হল ইসলামের সত্য উপস্থাপন করে ইসলামের বাইরে থেকে জন্ম নেওয়া ইসলাম-বিষয়ক ভুল ধারণার নিরসন করা।

জানা-অজানা

পৃথিবী-মহাকাশ যেভাবে ধ্বংস হবে

কোরানি বর্ণনা অনুযায়ী, পাহাড়-পর্বত হল জমিনের পেরেক স্বরূপ। বিশাল এই পৃথিবীর স্থিরতার মূলে এই পাহাড় পর্বত। এত বিশালাকার পাহাড়-পর্বতও সে সময় হয়ে যাবে ধুনিত পশমের মতো। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো।' (সূরা কারিয়া— ৫)

বিশ্বজগতের বৈচিত্র্য, চন্দ্র-সূর্য এবং নক্ষত্ররাজির আলো সেদিন মলিন হয়ে যাবে। এমনও নক্ষত্র আছে যেগুলো পৃথিবী থেকে কয়েক লাখ গুণ বড়, সে নক্ষত্রের আলোও সেদিন নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। কোরানে এসেছে, 'যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে।' (সূরা তাকবির— ১-২)

গ্রহ-নক্ষত্র টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে থাকা অণুগুলো ভেঙে যেতে থাকবে। এভাবে সমগ্র মহাবিশ্বই ভাঙতে ভাঙতে পরমাণুময় হয়ে যাবে। আকাশ ফেটে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরানে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'যখন আসমান ফেটে যাবে। আর তার রবের নির্দেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়।' (সূরা ইনশিকাক— ১-২)

কত বিশাল বিশাল সমুদ্র পৃথিবীময়; একটাও বাদ যাবে না ধ্বংস হওয়া থেকে। সমুদ্রে আগুন জ্বলে ওঠবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন সমুদ্রকে অগ্নিউত্তাল করে তোলা হবে।' (সূরা তাকবির— ৬)।

সেদিন ভূগর্ভে গ্যাসীয় আগুন এবং ভূপৃষ্ঠের সমুদ্রের আগুন মিলিত হয়ে সমস্ত পৃথিবী জ্বলে-পুড়ে একাকার হয়ে নতুন জগত সৃষ্টি হবে এবং সবকিছুই ঘটে যাবে আল্লাহর হুকুমে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন, 'কেয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চেয়েও ক্ষণকালের ব্যাপার মাত্র। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিমান।' (সূরা নাহল— ৭৭)

জীবন বদলের বাণী

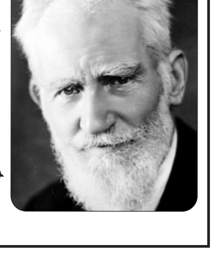

যখন একা থাকার অভ্যাস হয়ে যায় ঠিক তখনি সৃষ্টিকর্তা কিছু মানুষের সন্ধান দেন। যখন তাদেরকে নিয়ে ভালো থাকার অভ্যাস হয়ে যায়, ঠিক তখনই আবার একা হয়ে যেতে হয়। —*জর্জ বার্নার্ড শ*

পৃথিবীর রহস্যময় গুহা অনিন্দ্য সুন্দর !

২২২ কিলোমিটারজুড়ে মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার

চোখ ধাঁধানো বললেও কম বলা হয়। এমনই এক রহস্যময় গুহার সন্ধান মিলেছিল ৮০-র দশকে। সেই গুহা মণি-মাণিক্য-জহরতে ভরা। যাকে এককথায় বলা য়ায় ভূ-গর্ভস্থ রত্নের খনি। নিছক সাধারণ পাঁচটা গুহার মতো নয়, পৃথিবীর দ্বিতীয় গভীরতম ও নবম দীর্ঘতম গুহা এটি।

কোথায় অবস্থান সেই গুহার? কী বা নাম তার? নাম তার আগাভে লেচুগুইলা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত গুহাটি ২২২ কিলোমিটার দীর্ঘ। আর তা গভীরতায় ৪৮৯ মিটার। প্রাকৃতিকভাবেই এই গুহার গঠন বিরল প্রকৃতির। অস্বাভাবিক ভূতত্ত্ব ও আদি অবস্থার জন্যই তা বিশেষভাবে বিখ্যাত। আসলে পৃথিবী বড়োই রহস্যময়। এই পৃথিবীর নানা প্রান্তে কত কিছু ছড়িয়ে রয়েছে, তা আজও অজানা রয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে আবিষ্কার হচ্ছে নানা রহস্যঘন জনপদ, পাহাড়-পর্বত, গুহা— কত কিছু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো কার্লসবাদ ক্যাবার্নস ন্যাশনাল পার্কে গেলেই মিলবে এই গুহার দেখা।

অনুমতি নিয়ে গুহায় প্রবেশ করা যাবে। বৈজ্ঞানিক, গবেষক-সহ অন্যান্য অনুসন্ধিৎসু মানুষ এই গুহায় ঢুকতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই লেচুগুইলা গুহা তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মানুষের কাছে গুহাটি অজানা ছিল। গুরুত্বহীন এক পরিত্যক্ত এলাকা বলে পরিচিত ছিল। সে বছরই এক অভিযাত্রী দল পৌঁছয় সেখানে। তারাই আবিষ্কার করে ওই গুহার। নামকরণও করেন তাঁরাই। তারপর শুরু হয় লেচুগুইলা গুহায় রাস্তা তৈরির কাজ। প্রথমে কেউই এর আকার সম্পর্কে ধারণা করতে পারেননি। এর ভিতরে ঢোকার পরই উন্মোচিত হতে থাকে রহস্য।

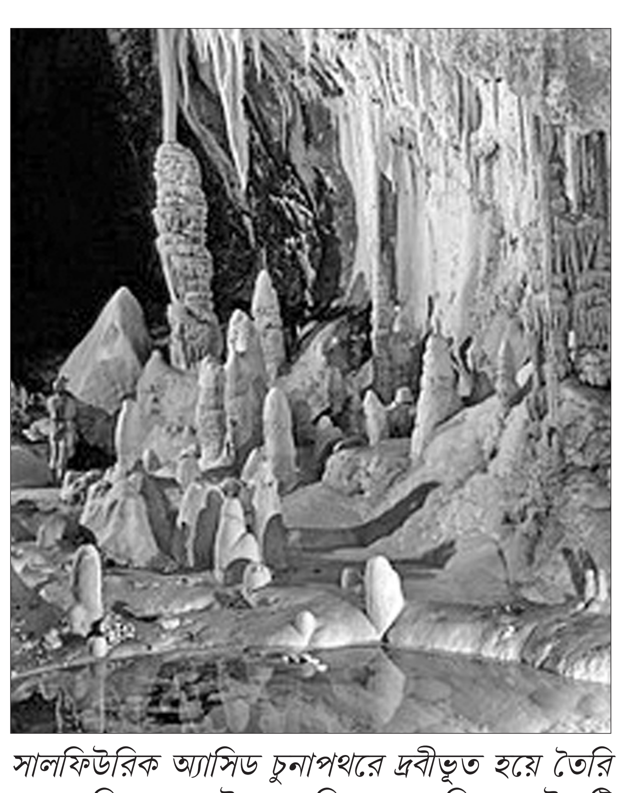

সালফিউরিক অ্যাসিড চুনাপথরে দ্রবীভূত হয়ে তৈরি হয়েছে জিপসাম। এই গুহার ভিতরে প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে কক্ষ। তার নাম দেওয়া হয়েছে শ্যান্ডেলিয়ার বলরুম। সূর্যের আলো না ঢুকলেও গুহার ভিতরে যেভাবে মণি-মাণিক্য-জহরতসম ক্রিস্টাল সজ্জা তৈরি হয়েছে, যেভাবে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে, তা এককথায় অনবদ্য।

এই লেচুগুইলা গুহায় এখন পর্যন্ত ২২২ কিলোমিটার গুহাপথ আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু রহস্যের শেষ এখানেই নয়। আর গুহার এই গভীরতা ও দীর্ঘতাও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু নয়, এই গুহায় রহস্য সেখানেই যে, গুহার ভিতরে রয়েছে মণি-মাণিক্য, জহরতের ভাণ্ডার। আর রয়েছে প্রাকৃতিক বৈচিত্র। এই গুহার ভিতরে আপনা থেকেই তৈরি হয়েছে নির্মাণশৈলী, যা দেখে বিস্মিত গবেষকরা। বিভিন্নরকম নকশার ক্রিস্টালে মোড়া রয়েছে এই গুহা। এর কোনওটা দেখতে বিশালাকার ফুলের মতো, কোনওটা প্রাসাদের খ ামের মতো। এই ক্রিস্টালগুলো তৈরি হয়েছে জিপসাম থেকে। জিপসাম হল একটি খনিজ লবণ যা তৈরি হল চুনাপাথর থেকে।

গুহাতে জিপসামের এই সজ্জা মাইলের পর মাইলজুড়ে বিস্তৃত। কিন্তু গুহার মধ্যে কীভাবে তৈরি হল জিপসামের ক্রিস্টাল, তা নিয়ে গবেষণা চলছে আজও। পৃথিবীর বেশিরভাগ গুহা বৃষ্টির জলে ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও লেচুগুইলা গুহার পাথরের ক্ষয় হয়েছে মূলত সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা। গবেষকরা জানান, সালফিউরিক অ্যাসিড চুনাপথরে দ্রবীভূত হয়ে তৈরি হয়েছে জিপসাম। তার ফলে প্রাকৃতিকভাবে সজ্জিত হয়েছে চোখ ধাঁধানো ক্রিস্টাল সমন্বিত ওই গুহা। এই গুহার ভিতরে প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে কক্ষ। তার নাম দেওয়া হয়েছে শ্যান্ডেলিয়ার বলরুম। সূর্যের আলো না ঢুকলেও গুহার ভিতরে যেভাবে মণি-মাণিক্য-জহরতসম ক্রিস্টাল সজ্জা তৈরি হয়েছে, যেভাবে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে, তা এককথায় অনবদ্য। প্রকৃতির এই সৌন্দর্যই এই লেচুগুইলা গুহার আকর্ষণ। অনিন্দ্য সুন্দর এই গুহা তাই পর্যটনেরও এক গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর গর্ভে নামতে চাইছে চিন !

আরও ১০ হাজার মিটার গর্ত খনন কেন

হঠাৎ ভূ-গর্ভে নজর চিনের। পৃথিবীর ১০ হাজার মিটার নীচে নামতে চাইছেন চিনের ভূ-বিজ্ঞানীরা। কিন্তু কেন? কেন ভূ-গর্ভে নামতে চাইছে চিন, আরও ১০ হাজার মিটার গর্ত খনন কীসের উদ্দেশে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। চিন মহাকাশ ছেড়ে কি তবে পৃথিবী নিয়ে পড়ল এবার?

এবারই প্রথম নয়, চিন এর আগেও পৃথিবীর বুকে গর্ত খনন শুরু করে। আবারও ১০ হাজার মিটার গর্ত খনন করে তারা পৃথিবীর অন্দরে প্রবেশ করার পরিকল্পনা করেছে। চিন এই বছরই দ্বিতীয়বারের ১০ হাজার মিটার গর্ত খনন শুরু করল। কি খুঁজতে চাইছেন তাঁরা? জানা গিয়েছে, ভূ-গর্ভে মজুত রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস। অতি-গভীরে মজুত সেই গ্যাস খুঁজতেই কি চিনের এই মস্ত পরিকল্পনা। চিনের ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বৃহস্পতিবার সিচুয়ান প্রদেশের শেন্ডি চুয়ানকে ১ কূপ খনন শুরু করেছে। এই কূপের পরিকল্পিত গভীরতা ১০ হাজার ৫২০ মিটার হবে বলে জানানো হয়েছে।

অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে গভীরে ১০.৫২ কিলোমিটার বা সাড়ে ৬ মাইল গভীরে যাবে চিন। এই নতুন প্রকল্পটি একটি অনুরূপ আকারের কূপ হবে, যা সিএনপিসি মে মাসে জিনজিয়াংয়ে খনন শুরু করেছিল।

তখন এই কূপকেই সবথেকে গভীরতম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। যদিও পূর্বের কূপটিকে পরীক্ষামূলক হিসাবে বর্ণনা করা হয়। ড্রিলিং প্রযুক্তি পরীক্ষা করার জন্য এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কাঠামোর তথ্য সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। বর্তমানে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা প্রাকৃতিক গ্যাসের অতি-গভীর মজুত খুঁজে বের করার চেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশের সিচুয়ান দর্শনীয় পর্বত দৃশ্য এবং পান্ডার জন্য পরিচিত। এছাড়াও চিনের বৃহত্তম শেল গ্যাসের মজুত রয়েছে এখানে। দেশটির রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল সংস্থার বিশেষজ্ঞরা সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত সাফল্য পেয়েছে। কঠিন ভূখণ্ড এবং জটিল ভূগর্ভস্থ স্তরের কারণে তারা খুব বেশি সাফল্যের হদিশ পায়নি।

মণিপুরে অসম রাইফেলস প্রত্যাহার অবশেষে বসানো হল সিআরপিএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সংঘর্ষ বিধ্বস্ত মণিপুরে নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিবর্তন। বিষ্ণুপুর জেলার মইরাং লামখাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ চেকপয়েন্ট থেকে অসম রাইফেলস প্রত্যাহার করা হয়েছে। পরিবর্তে নিরাপত্তা বাহিনী হিসেবে সিআরপিএফ দেওয়া হয়েছে। মেইতেই গোষ্ঠীর মহিলাদের অসম রাইফেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান শত শত মহিলা। এরপরেই প্রত্যাহার করা হল আসাম রাইফেল।

মণিপুর অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ সোমবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, 'বিষ্ণুপুর-কাংভাই রোডের চেকপয়েন্টে অবিলম্বে আসাম ৯ রাইফেল প্রত্যাহার করে পুলিশ এবং সিআরপিএফ দেওয়া হবে। এই এলাকা সম্প্রতি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে'।

সম্প্রতি আসাম রাইফেলস এবং মণিপুর পুলিশ কমান্ডোদের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের একাধিক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ পেয়েছে। মেইতাই মহিলা গোষ্ঠী মেইরা পাইবি, সোমবার মণিপুর উপত্যকার পাঁচটি জেলায় অসম রাইফেলসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়। মেইতি জনগণের ওপর আধা সামরিক বাহিনী অত্যাচার চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। অবিলম্বে পূর্ব ইম্ফল, পশ্চিম ইম্ফল, থৌবাল, বিষ্ণুপুর এবং কাকচিং থেকে অসম রাইফেলস প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। উত্তেজনা এড়াতে বর্তমানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রায় ১৩০

কোম্পানি মণিপুরে মোতায়েন রয়েছে।

মণিপুর পুলিশের ডিজির তরফে প্রকাশিত একটি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, দ্রুততার সঙ্গে ওই পুলিশ চৌকিতে অসম রাইফেলসের পরিবর্তে দায়িত্ব নেবেন সিআরপিএফ জওয়ানেরা। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন মণিপুর পুলিশের আধিকারিকেরাও। হিংসা কবলিত মণিপুরে সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার অসম রাইফেলসের বিরুদ্ধে নৃশংস আচরণ করার অভিযোগে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়েছে। বিষ্ণুপুর এবং চূড়াচাঁদপুর জেলায় এই বাহিনীর বিরুদ্ধে মিছিলও হয়েছে।

কয়েক দিন আগে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও-য় দেখা যায়, অসম রাইফেলসের কাজের ধরন নিয়ে প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ জানাচ্ছেন মণিপুর পুলিশের কয়েক জন কর্তা। যদিও এই ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করা হয়নি। অভিযোগের প্রেক্ষিতে অসম রাইফেলসের বক্তব্য, তারা কোনও অন্যায় কাজ করেনি। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতেই যাবতীয় পদক্ষেপ করেছে।

প্রসঙ্গত, গত ৩ মে জনজাতি ছাত্র সংগঠন 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ মণিপুর' (এটিএসইউএম)-এর কর্মসূচি ঘিরে মণিপুরে অশান্তির সূত্রপাত। মণিপুর হাই কোর্ট মেইতেইদের তফসিলি জনজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারকে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পরেই জনজাতি সংগঠনগুলি তার বিরোধিতায় পথে নামে। আর সেই ঘটনা থেকেই সংঘাতের সূচনা হয় সেখানে। মণিপুরের আদি বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেইতেই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কুকি-সহ কয়েকটি তফশিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের (যাদের অধিকাংশই খ্রিস্টান) সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত প্রায় দু'শো জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়ার সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।

দুর্ঘটনা। *সিমলার চৈলায় উল্টাল আপেলবোঝাই ট্রাক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চারটি গাড়িকে ধাক্কা মারে ট্রাকটি, পিষে দেয় দু'জনকে।*

ধর্মস্থানে আগুন, গুরুগ্রাম উত্তপ্ত

গুরুগ্রাম: হরিয়ানার নুহতে সাম্প্রদায়িক অশান্তি, প্রাণহানির পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে বলে দাবি প্রশাসনের। তার মধ্যেই রবিবার মাঝরাতে গুরুগ্রামের একটি মাজারে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই মাজারের কেয়ারটেকার ঘাসিতে রামের এফআইআরের ভিত্তিতে দুষ্কৃতীদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

খান্দসা গ্রামের এই মাজারের কেয়ারটেকার ঘাসিতে রাম হিন্দু, আদতে উত্তরপ্রদেশে বরাবাঁকির বাসিন্দা। তিনি জানান, রবিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ তিনি যখন ফিরোজ গান্ধী কলোনির বাড়িতে ফেরেন, তখনও মাজারে সবকিছু স্বাভাবিক ছিল। রাত দেড়টা নাগাদ তিনি স্থানীয় একজনের ফোনে খবর পান, মাজারে কিছু লোক আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। রামের কথায়, 'আমি যতক্ষণে ওখানে গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম বন্ধ মাজারের মধ্যে অনেক কিছুই পুড়ে গিয়েছে। স্থানীয়রা জানালেন, ৫-৬টা ছেলে জড়ো হয়ে মাজারে আগুন লাগিয়েছে।'

গত সোমবার হরিয়ানার নুহতে একটি ধর্মীয় মিছিল থেকেই সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়িয়েছিল। সেই অশান্তির রেশ এসে পড়েছিল গুরুগ্রামেও। নুহতে এখনও কার্ফু জারি। এই পরিস্থিতিতে মাজারে আগুন লাগানোর ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে পুলিশ। কেয়ারটেকার রামের কথায়, 'মাজারে আগুন লাগানো মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত, এটা থেকে দাঙ্গা লাগতে পারে। অবিলম্বে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।' রামের দাবি, তিনি সাত বছর ধরে এই মাজারে কেয়ারটেকারের কাজ করছেন। গ্রামের সব ধর্মের মানুষ সেখানে প্রার্থনা জানাতে আসেন। আগুন লাগানোর বিষয়টি বহিরাগতের কাজ বলেই মনে করছেন তিনি।

অন্যদিকে, হরিয়ানার এই অশান্তি, সংঘর্ষের পিছনে 'অনুপ্রবেশকারী'দের হাত রয়েছে, এই অভিযোগ তুলে ভিনরাজ্যের শ্রমিকদের বেশ কিছু ঝুপড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে হরিয়ানা প্রশাসন। গত চার দিনে ৩৫০টি ঝুপড়ি, ৫০টিরও বেশি পাকা বাড়ি, হোটেল ভেঙে ফেলা হয়েছে। বেছে বেছে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের বাড়ি, সম্পত্তি গুঁড়িয়ে ফেলা হচ্ছে বলে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন বিরোধীরা।

এই পরিস্থিতিতে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে বুলডোজার থামানোর নির্দেশ দিয়েছে পাঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশের পর বুলডোজার থামানোর নির্দেশ দেন ডেপুটি কমিশনার ধীরেন্দ্র খাদগাতা। ধীরেন্দ্রর অবশ্য বক্তব্য, 'বেআইনি নির্মাণ ভাঙতেই উচ্ছেদ অভিযান চলছিল। নির্দিষ্টভাবে কোনও সম্প্রদায়কে টার্গেট করা হয়নি। শান্তি প্রতিষ্ঠাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল।'

বিরল কালো বাঘ দেখা গেল ভুবনেশ্বর জঙ্গলে!

ভুবনেশ্বর: হলদে কালো ডোরাকাটা নয়, এ বার দেখা গেল পুরো কালো বাঘ। বিরল এই শ্বাপদ লেন্সবন্দি হয়েছে ওড়িশার সিমলিপাল অভয়ারণ্যে। কৃষ্ণ শার্দূলের ভিডিও ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে। কিন্তু এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের চেহারায় এই পরিবর্তনের কারণ কী? বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন এর কারণ কোষের মেলানিনের তারতম্য। ডাক্তারি পরিভাষায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটি 'মেলানিস্টিক'। ত্বকে বা চুলে যখন ডার্ক পিগমেন্টেশন স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকে, তখন তাকে মেলানিস্টিক বলা হয়। বন্যপ্রাণীদের আচার আচরণ ধরে রাখার জন্য যে ক্যামেরা লাগানো ছিল বনে, তাতেই ধরা পড়েছে কালো বাঘ।

বন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্তা তথা সরকারি আমলা রমেশ পাণ্ডে এই ভিডিও শেয়ার করেছেন তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে। মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় সেটি। সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার কেন্দ্রে চলে আসে বাঘের ভিডিও। সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং এর

প্রাণীবৈচিত্র্যকে সংরক্ষণের দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। রমেশ পাণ্ডে যে ভিডিও শেয়ার করেছেন, তার ক্যাপশনে লেখা হয়েছে— "ওড়িশার সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্পে অসাধারণ ভিডিও ধরা পড়েছে। এটা একমাত্র স্থান যেখানে জেনেটিক মিউটেশনের জেরে কালো বাঘ দেখা যায়।" ১ অগাস্ট শেয়ার করা হয়েছে ভিডিওটি। তারপর থেকে ভিউজ এসেছে প্রায় ৭০ হাজার। নেটিজেনরা উচ্ছ্বসিত বিরল বাঘ দেখে। একইসঙ্গে অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চোরাশিকারিদের নিয়েও। টুইটারেত্তিদের আশঙ্কা, কালো বাঘের উপর আবার চোরাশিকারিদের নজর পড়বে না তো!

হুইলচেয়ারে সংসদে মনমোহন

ভাইরাল 'নবতিপর' নেতার ছবি

দিল্লি: অধ্যাদেশ বিল নিয়ে তরজা চলছিল রাজ্যসভায়। রাজ্যসভার সোমবার আলোচনা ও ভোটাভুটির জন্য ওঠে গভর্নমেন্ট অফ ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটোরি অফ দিল্লি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০২৩। রাজ্যসভায় দিল্লি অধ্যাদেশ বিল পাশ রুখতে তাই সমস্ত সাংসদদের পাশে চেয়েছিল বিরোধী জোট ইন্ডিয়া। অশক্ত শরীরে হুইলচেয়ারে বসে সংসদে প্রবেশ করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।

সোমবার নবতিপর মনমোহন সিংয়ের সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছি। এর আগে হুইলচেয়ারে করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। মাথায় সেই পরিচিত নীল পাগড়ি। টুইটে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে এমনটাই লিখেছেন আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা। তিনি বলেন, "আজ রাজ্যসভায় ড. মনমোহন সিং সততার প্রতীক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রে

অর্ডিন্যান্সের ভোট দিতে এসেছিলেন। গণতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রতি তাঁর এই অটল বিশ্বাস অনুপ্রেরণা জোগায়।"

দীর্ঘ বিতর্কের পরে সোমবার দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল রাজ্যসভাতেও অনুমোদন পেয়েছে। এই বিল আইনে পরিবণত হলে, দিল্লির আমলাতন্ত্রে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী হবে। ৩ অগাস্ট লোকসভায় ধ্বনিভোটের মাধ্যমে পাস হয়েছে দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল। এদিকে রাজ্যসভায় দিল্লি সার্ভিসেস বিল পাশ হয় ১৩১-১০২ ভোটের ব্যবধানে। দিল্লি সার্ভিসেস বিল নিয়ে রাজ্যসভায় প্রায় ৬ ঘণ্টার আলোচনা হয়। তবে বিরোধী দলনেতারা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আসায় ধন্যবাদ। যেখানে জানিয়েছেন, সেখানেই বিজেপির তরফে কংগ্রেসের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এই শরীর নিয়েও মনমোহন সিংকে সংসদে টেনে নিয়ে আসার জন্য কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবির।

পাশাপাশি, অমিত শাহ কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তোলেন। বলেন, কংগ্রেস আপকে সমর্থন করছে। পাশাপাশি, এই বিলের বিরুদ্ধে যাবতীয় প্রচারকে তিনি রাজনৈতিক ভাবনার দ্বারা সমর্থিত বলেও উল্লেখ করেন। তিনি বলে দেন, জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য এই বিল আনা হয়নি। এটি কেবলমাত্র দুর্নীতি মুক্ত সরকার গড়তে আনা হয়েছে।

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

দাম আকাশছোঁয়া

মিড ডে মিলে পাতে কমল সবজি! উধাও চিকেনও

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাজার দর অগ্নিমূল্য। শাক সবজি বা মাছ মাংস, সবকিছুরই দাম আকাশছোঁয়া। আর এই বর্ধিত মূল্যের জেরে শিশুদের পুষ্টিতে ঘাটতির অভিযোগ। চিত্রটা মালদহ জেলার। এই জেলার বিভিন্ন স্কুলে মাংস দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এমনকী কম দেওয়া হচ্ছে সবজিও। বিষয়টি স্বীকার করে নিচ্ছেন স্কুলের শিক্ষিকারাও।

শিশুদের পুষ্টি বজার রাখতে এবং তাদের স্কুলমুখী করতে সরকারে অন্যতম পদক্ষেপ মিড ডে মিল। কারণ সবজির দাম বেড়ে গিয়েছে। আমরা চাই মাংস বা পুষ্টিকর খাবার, যাতে বাচ্চারা স্কুলে আসতে পারে। বাচ্চারা বলছে খাবারের মান ভালো হচ্ছে না।' প্রায় একই কথা শোনা গেল সোমা পাল নামে এক অভিভাবিকার মুখেও। তিনি বলেন, 'আগে প্রত্যেক বুধবার করে মাংস দেওয়া হত। এখন দু'মাস ধরে আর দেওয়া হচ্ছে না।' মাংস হলে বাচ্চারা আগ্রহ নিয়ে স্কুলে আসত বলেও জানান তিনি।

বাল্যবালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

এতে শিশুদের পাতে যেমন বিভিন্ন ধরণের সবজি দেওয়ার নিয়ম রয়েছে, তেমনই রয়েছে ডিম-মাংসর মতো আমিষ খাবার দেওয়ার নিয়মও। কিন্তু সম্প্রতি মালদহের বিভিন্ন স্কুলে মিড ডে মিলে আর মাংস দেওয়া হচ্ছে না বলেই অভিযোগ পড়ুয়াদের বাবা-মায়েদের। এমনকী দাম বেড়ে যাওয়ায় সবজির পরিমাণও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এর ফলে সন্তানদের পুষ্টিতে প্রভাব পড়ছে বলেই মনে করছেন অভিভাবক অভিভাবিকারা।

ওই প্রসঙ্গে দিলীপকুমার পাল নামে এক অভিভাবক বলেন, 'সবজির দাম প্রচুর বেড়ে গিয়েছে। আগে মাংস দেওয়া হচ্ছিল। সেটা হলে বাচ্চারও আসত। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন ভালোমানের সবজিও দেওয়া হয় না, প্রধান শিক্ষিকা গীতালি মণ্ডল বলেন, 'ছাত্রীরা বলছে, মাংস দেওয়া হচ্ছে না কেন? কিন্তু আমার বলেছি, সরকারের নির্দেশ ছাড়া আমরা কিছু করতে পারবো না। ১৬ সপ্তাহের যে নির্দেশ ছিল, সেই অনুয়ায়ী আমাদের কাজ হয়ে গিয়েছে। তারপর যদি আর অর্ডার না আসে, তাহলে আমি কী করে সেই মাংস নিজের অর্ডারে খাওয়াব? যদি সরকার অর্ডার দেয়, তাহলে অবশ্যই আমি খাওয়াব। সবজির দাম অতিরিক্ত বাড়ার ফলে, সেটা কম পরিমাণে দেওয়া হচ্ছে।' তবে ভাল সবজি দিলে পড়ুয়ারা খুশি মনে খায় বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি একটি হিন্দি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাও জানান যে, তাঁদের স্কুলেও বন্ধ হয়ে গিয়েছে চিকেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এর ফলে শিশুদের পুষ্টির যে ঘাটতি হচ্ছে, তা পূরণ হবে কী ভাবে?

নৃত্য-কলা। বিশ্ব আদিবাসী দিবসে ধামসা-মাদল নিয়ে নদিয়ার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ মাতলেন উৎসবে।

ভোটের আগে উন্নয়নের বুলি, বদলায় না পরিস্থিতি

সাইকেল কাঁধে তুলে আজও রাস্তা পার দেগঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত নির্বাচন আসে পঞ্চায়েত নির্বাচন চলে যায়। প্রতিশ্রুতি অনেক থাকে। কিন্তু তা বাস্তবায়ন কতটা হয় তা নিয়ে বড়ো প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হয়েছে। রাস্তা দিয়ে নয়, কাঁধে সাইকেল তুলেই পার হতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। গ্রামের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হওয়ার মুখে। এমনই বেহাল রাস্তা রীতিমতো ভয় ধরাচ্ছে গোটা এলাকার মানুষদের। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে পঞ্চায়েত প্রধান ও গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যদের কাছে একাধিকবার জানানো হয়েছে আবেদন। তবুও মেলেনি সুরাহা। বর্ষা বৃষ্টিতে নরক যন্ত্রণা ভোগ করাই যেন গ্রামবাসীদের প্রতি বছরের রীতি হয়ে গিয়েছে। গ্রামের কয়েক হাজার মানুষকে এই রাস্তা ব্যবহার করেই যাতায়াত করতে হয় প্রতিদিন।

ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়া থেকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে যেতেও একমাত্র ভরসা এই রাস্তা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কলসুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর কলসুর গ্রামের বেহাল এই রাস্তা দেখলে এক মুহূর্তের জন্য মনে হতে পারে চাষের জমি। কোনও যানবাহনই গ্রামের মধ্যে ঢুকতে চায় না এই রাস্তার কারণে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে এসে এবারও সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা আশ্বাস দিয়েছেন রাস্তা করে দেওয়ার। কিন্তু বিগত বছরগুলির মতো এই বছরও ভোট পার হয়ে যাওয়ার পর মিলছে না কোনও রাজনৈতিক দলেরই দেখা।

এই রাস্তার জন্য পড়ুয়ারা স্কুলে যেতে না পেরে পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার মুখে। গ্রামের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ারও উপায় থাকে না। অনেকের রাস্তায় মৃত্যু বরণ করেন। আবার রাস্তার ভয়ে না বেরিয়ে বাড়িতেই মৃত্যু হয় রোগীর, এমনই দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'উত্তর কলসুর এলাকা থেকে গৌড়বঙ্গ রোডে ওঠার একমাত্র রাস্তা এটি। বেহাল রাস্তার মাঝে এতটাই খারাপ অবস্থা যে সেখানে চলে না সাইকেলের চাকাও বাধ্য হয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাইকেল কাঁধে করেই পার হতে হয় রাস্তা।

আদৌ কি বদলাবে এই দুর্দশার চিত্র! কবে হবে পাকা রাস্তা কেউ কিছুই বলছেন না'। এখন সেই আশাতেই বসে রয়েছে গ্রামের মানুষজন। তবে কোনও হেলদোল নেই স্থানীয় প্রশাসনের, অভিযোগ এমনই। বোর্ড গঠন হলে হয়তো নজর পড়তে পারে স্থানীয় পঞ্চায়েতের এমনই ভাবনা। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও নজর পড়েনি এই রাস্তায়। সদ্য নির্বাচিত স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, 'এতদিন ভোট চলছিল। আর দুদিন পরেই বোর্ড গঠন হয়ে যাবে। তারপর নতুন করে রাস্তা গড়া হবে'।

আরবের খেজুর সুন্দরবনে ফলিয়ে তাক লাগালেন হামিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুন্দরবন মরিয়ান খেজুর কোথায় হয়? মরুদেশে! কিন্তু কেউ কখনও ভাবতে পেরেছে লবণাক্ত মাটিতেও এই খেজুর চাষ হবে? আশ্চর্যজনক এই ঘটনা ঘটেছে সুন্দরবনের হাসনাবাদে। সেখানে আরবের খেজুরের বীজ লাগিয়ে তাক লাগালেন সুন্দরবনের হামিদ।

সুন্দরবনের হাসনাবাদ ব্লকের পাটলিখানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেনা গ্রামের বাসিন্দা আবদুল হামিদ। এক সময়ে গাড়ির গ্যারাজে কাজ করতেন তিনি। এখন মন দিয়েছেন চাষবাসে। খেজুরের বীজ পুঁতছেন মাটিতে। আর তা থেকে ফলছে খেজুরও। এক-একটি গাছে ইতিমধ্যে খেজুরও ফলতে শুরু করেছে। আবদুলের আশা এই ফলন থেকেই একদিন তাঁদের কষ্টের দিন ঘুচবে। আবদুলের বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী ও দুই ছেলে। জমি ও জায়গা থাকলেও তা বিশেষ কিছু নেই। চাষের জন্য রয়েছে দু'কাঠা জমি। আমফানের সময় পরিচিত এক ব্যক্তি আরব থেকে খেজুরের বীজ এনে দিয়েছিলেন আবদুলকে। তিন ধরনের খেজুরের বীজ পেয়েছিলেন তিনি। সেগুলি থেকে চারা তৈরি করেছেন হামিদ। এখন খেজুর চাষে মন দিয়েছেন।

একে একে তিরিশটি খেজুর গাছ তৈরি করেছেন হামিদ। তাঁর দাবি, এ বছর একটিতে ফলেছে প্রায় ১৫ কেজি খেজুর। যাঁরা দেখতে আসছেন, তাদের হাতে দু-এক টুকরো খেজুর দিচ্ছেন তিনি। হামিদের আশা, বছর দুয়ের মধ্যে সব গাছে খেজুর হবে। ভাল দামও মিলবে। তিনি জানান, তাঁর কাছে মোরিয়াম,সুক্কার ও আজোয়া তিন প্রজাতির খেজুরের চারা আছে। এই সব জাতের খেজুরের বাজারদর বেশ ভাল। হামিদের বক্তব্য, মোরিয়াম খেজুরের দাম কেজি প্রতি ৫০০ টাকা। সুক্কার প্রজাতির খেজুর বিক্রি হয় ৫০০-৮০০ টাকা প্রতি কেজি দরে। আজোয়া প্রজাতির খেজুরের দাম কেজি প্রতি ৮০০-২৫০০ টাকা।

খেজুর গাছের চারা বিক্রির ব্যবসাও শুরু করেছেন হামিদ। বাড়ির ছাদে বহু চারা তৈরি করেছেন তিনি। সেগুলির দাম এক হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা। হামিদ জানান, "বিশেষ পদ্ধতিতে মাটি তৈরি করে বীজ রোপণ করতে হচ্ছে।" তিনি বলেন, "৩০ শতাংশ জৈব সার, ৩০ শতাংশ দোঁয়াশ মাটি, ২০ শতাংশ লাল বালি ও ২০ শতাংশ সাদা বালি দিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করা হয়। সেই মাটিতে বসানো হয় চারা।"

খেজুর চাষ নিয়ে হামিদ এখন অনেকটাই রপ্ত। গাছের পরিচর্যা শিখেছেন ইউটিউব দেখে। এ বার আরও বেশি পরিমাণ জমিতে খেজুর গাছ বসানোর কথা ভাবছেন তিনি। চারা গাছ এবং খেজুর বিক্রি করে সুদিন ফিরবে বলে আশা করেন তিনি।

হাতির কাটা মাথার পর এবার কাটা পা!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফের বন্য হাতির কাটা দেহাংশ উদ্ধার আলিপুরদুয়ারে। সোমবার সন্ধেয় সংকোশ নদীর ধারে নিমাইটাপু এলাকা থেকে একটি হাতির কাটা পা উদ্ধার হয়। ভল্কা-বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই এলাকাটি অসম-বাংলা সীমানার কাছেই। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মাত্র তিন দিন আগেই এই নিমাইটাপুর অদূরেই সংকোশ নদীর ধারে একটি বন্য হাতির কাটা মাথা পাওয়া গিয়েছিল। সেই জায়গাটি নিমাইটাপু থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে। আর এবার হাতির বিচ্ছিন্ন পা উদ্ধার হল সংকোশ নদীর ধারে। পর পর এমন ঘটনায় বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। উদ্বিগ্ন বন দফতরও। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন বন বিভাগের অফিসাররা। শুক্রবারের ঘটনার সঙ্গে এদিনের ঘটনার কোনও যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর অপূর্ব সেন জানাচ্ছেন, হাতির পায়ের ওই অংশটি ফরেনসিক পরীক্ষা করে দেখা হবে।

জীবিকার সংকট দূরীকরণে ইসলামি পথ

আবদুল্লাহ নোমান

“আল্লাহতায়ালা (হাদিসে কুদসিতে) বলেন, ‘হে আদম সন্তান, তুমি আমার ইবাদতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো। তা হলে আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব দূর করে দেব। অন্যথায় আমি তোমার দুই হাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব-অনটন দূর করব না’।”

বর্তমানে পুরো বিশ্ব বিভিন্ন সংকটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। নুন আনতে তাদের পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা। সন্দেহ নেই, এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুরবস্থা, অর্থনৈতিক সংকট, দুর্যোগ ও আগ্রাসন আমাদের কিছু মানুষের কর্মফল ও হাতের কামাই। এসবের প্রকৃত কারণ, ব্যাপক হারে আল্লাহতায়ালার বিধান লঙ্ঘন করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। প্রজ্ঞাময় আল্লাহ নানা বিপদ ও সংকট এই জন্যই দেন যে, যাতে বান্দার হৃদয় আল্লাহর ভয়ে এবং স্মরণে বিগলিত হয় এবং গুনাহ থেকে নিবৃত্ত হয়।

পবিত্র কোরানের মর্মস্পর্শী বাণী, “মানুষ নিজ হাতে যা কামায়, তার ফলে স্থলে ও জলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহপাক তাদেরকে তাদের কতক কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন সে জন্য; হয়তো এর ফলে তারা ফিরে আসবে।” (সূরা রুম—৪১)

অতএব এই সংকটপূর্ণ সময়ে ইমানদার হিসেবে এমন কিছু আমল করা চাই, যা আমাদের জীবনে বয়ে আনবে কল্যাণ, বরকত এবং সমৃদ্ধি। বাড়াবে রিজিক, কমাবে দুশ্চিন্তা।

▶▶ রিজিক খোলার চাবি

মানুষের পাপের কারণে নেমে আসে অশান্তির কালো ছায়া। জলে-স্থলে ছড়িয়ে পড়ে নানা দুর্যোগ ও বিপর্যয়। এসবের মাধ্যমে আল্লাহপাক আমাদের তওবা করার বার্তা দেন। তাঁর কাছে ফিরে আসার আহ্বান জানান। তাঁর দুয়ারে ধরনা দিতে বলেন। পবিত্র কোরানের বাণী, “আমি তাদেরকে বলেছি নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চিতভাবে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন। আর তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান এবং তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করবেন।” (সূরা নুহ— ১০-১২)

মুমিন জীবনে তওবা এবং ইস্তিগফারের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যে কোনও সংকট থেকে উত্তরণের অন্যতম উপায় হচ্ছে, আল্লাহর কাছে অবিরাম ক্ষমা চাইতে থাকা। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, “কোনও ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার পড়লে আল্লাহ তাকে প্রত্যেক বিপদ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, সব দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দান করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।” (আবু দাউদ— ১৫১৮)

▶▶ রিজিক বৃদ্ধির দোয়াপাঠ

নামাজ আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের সেতুবন্ধন। পার্থিব প্রয়োজন ও চাওয়া পূর্ণ করার মন্ত্র। পরকালে মর্যাদা ও পুরস্কারের মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেছেন, “আর নিজ পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ করো এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকো। আমি তোমার কাছে রিজিক চাই না। রিজিক তো আমি দেব। আর

শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই।” (সূরা তোয়াহা— ১৩২)

তবে বান্দা হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও হবে না। তাকে সাধ্যমতো উপায় উপকরণ অবলম্বন করতে হবে এবং রিজিক অন্বেষণে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইবাদতের পরিমাণ যত বাড়বে, রিজিকের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাবে।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, “আল্লাহতায়ালা (হাদিসে কুদসিতে) বলেন, ‘হে আদম সন্তান, তুমি আমার ইবাদতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো। তা হলে আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব দূর করে দেব। অন্যথায় আমি তোমার দুই হাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব-অনটন দূর করব না’।”

(তিরমিজি— ২৪৬৬)

▶▶ ইমান ও তাকওয়া

আল্লাহর ওপর যথার্থ ইমান, খোদাভীতি এবং তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস অহর্নিশি রিজিক বৃদ্ধি করে। খুলে দেয় আসমান ও জমিনের রিজিকের বদ্ধ দুয়ার। পবিত্র কোরানের মর্মস্পর্শী বাণী, “যদি সেসব জনপদবাসী ইমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী উভয় দিক থেকে বরকতের দরজাগুলো খুলে দিতাম। কিন্তু তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং তাদের ক্রমাগত অসৎ কর্মের পরিণামে আমি তাদের পাকড়াও করি।” (সূরা আরাফ— ৯৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, “যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের পথ তৈরি করে দেবেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিজিক দান করবেন, যা তার ধারণার বাইরে। যে কেউ আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহই তার (কর্ম সম্পাদনের) জন্য যথেষ্ট। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, আল্লাহ তাঁর কাজ পূরণ করেই থাকেন। (অবশ্য) আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখে ছেন।” (সূরা তালাক—২৩)

▶▶ আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক

প্রত্যেকেই চায় হায়াত বাড়াতে, জীবনে বরকত লাভ করতে এবং সম্পদের প্রাচুর্য গড়ে তুলতে। এসব পেতে হলে পিতামাতা, ভাইবোন তথা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। তাদের খোঁজখবর রাখতে হবে। তাদের হক যথাযথ আদায় করতে হবে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন হায়াতে বরকত ও কল্যাণ আসে, তেমনি রিজিকে প্রাচুর্য ও প্রশস্ততা আসে। বিশ্বমানবতার প্রকৃত বন্ধু প্রিয়নবি হজরত মহম্মদ সা. বলেছেন, “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিজিক বৃদ্ধি হোক অথবা তার হায়াত দীর্ঘ হোক তবে সে যেন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখে। (বুখারি— ২০৬৭)

মনে রাখতে হবে, যে আত্মীয় আমার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে তার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখা অন্যথায় সম্পর্কছেদ করা; এটা প্রকৃত আত্মীয়তার হক সংরক্ষণ করা নয়। বরং সম্পর্কছেদকারী স্বজনের সঙ্গেও সুন্দর আচরণ করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখাই প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

▶▶ পাপাচারের বিরুদ্ধে শাসকের ভূমিকা

এসব আমলের পাশাপাশি বর্তমান সংকট নিরসনে রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল ধরনের অনিয়ম, অপচয়, দুর্নীতি, পণ্য মজুদ এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিরপেক্ষভাবে অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। যাবতীয় পাপাচার, বেহায়াপনাকে তাড়াতে হবে। তা হলে আশা করা যায়, দেশে শান্তির সুবাতাস বইবে ইনশাআল্লাহ। স্মরণ রাখতে হবে রসুলুল্লাহ সা.-এর সেই স্মরণীয় বাণী, তিনি ইরশাদ করেছেন, “শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” (আল আদাবুল মুফরাদ— ২০৫)

দেশের প্রত্যেক নাগরিককেও সব ধরনের অপব্যয় থেকে বিরত থেকে অল্পে তুষ্টির সঙ্গে দিনাতিপাত করতে হবে। তা ছাড়া স্বাবলম্বী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের

গরিব-দুঃখী ও দুস্থ এবং মানবতার সেবায় এগিয়ে এসে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো বাঞ্ছনীয়। মহান আল্লাহ সবাইকে তাঁর অভিমুখী হওয়ার তওফিক দান করুন এবং সব সংকট থেকে উত্তরণ করে সুখময় ও স্বস্তিময় জীবন দান করুন।

ইসলামে আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ

প্রফেসর তোহুর আহমদ হিলালী

পর্ব ২

ইসলাম অপচয় ও কার্পণ্য দুটোই ঘৃণা করে। ‘অপচয়কারী শয়তানের ভাই’, আবার হাদিসে বলা হয়েছে, “কৃপণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

ইসলাম মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করতে চায়। তাই আমাদের সম্পদের পেছনে না ছুটে, আল্লাহর সন্তুষ্টির পেছনে চলা উচিত।

মানুষের নিজের প্রয়োজন খুবই সামান্য। সাধারণত স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য হারাম-হালালের বাছবিচার না করে মানুষ সম্পদের পেছনে ছোটে। অথচ মৃত্যুর সাথে সাথে এই সম্পদ আর তার থাকে না। যাদের পেছনে সম্পদ ব্যয় করছে তারা কেউ তার কোনও কল্যাণে আসবে না। তাই আল্লাহপাক সতর্ক করে দিয়েছেন, কারও প্রেমে পড়ে যেন নিজের পরকাল নষ্ট না করে। হ্যাঁ, ব্যয়ের একটা বড় অংশ অবশ্যই নিজের পরিবার এবং পরিজনের উদ্দেশ্যে ব্যয় হবে। হাদিসের ভাষায় এই ব্যয় হবে সর্বোত্তম ব্যয়। এই ব্যয়টা হবে কর্তব্য পালন হিসেবে এবং তার পাশাপাশি কর্তব্য পালন হিসেবে আত্মীয়-স্বজন ও অন্যদের হক রয়েছে। কর্তব্য পালন হিসেবে যে ব্যয় সেটিই হবে আল্লাহর পথে ব্যয়। ব্যয় অবশ্যই অবস্থার দাবি অনুসারে হতে হবে।

মদিনায় হিজরত করার পর যুদ্ধকে সামনে রেখে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে সেসব সূরায় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে (জিহাদ) সর্বাধিক গুরুত্ব দান করা হয়েছে এবং এটিই স্বাভাবিক। “আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ কোরো না।” (সূরা বাকারা—১৯৫)

সে দিন সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের সব শক্তি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সে সময়ে তাঁরা যদি কার্পণ্য করতেন এবং মহম্মদ সা. পরাজিত হতেন তাহলে দ্বীনের বিস্তৃতি এত দূর ঘটত না এবং মুসলিম পরিচয় দানও আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না। ইসলামের দুশমনরা যদি বিজয়ী হয় তাহলে আবারও ইসলামপন্থী জনগোষ্ঠীর জীবনে ঘন অন্ধকার নেমে আসবে। এটা কোনও রাজনীতির কথা নয়। বরং এটিই দ্বীনের মৌলিক দাবি এবং নবি প্রেরণের উদ্দেশ্যই হল দ্বীন কায়েম করা।

রাসূল সা.-এর জীবনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ কখনও মসৃণ ছিল না। এ কাজে বাধা-বিপত্তি, জুলুম-নির্যাতন মাড়িয়ে একপর্যায়ে মদিনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ইসলাম কবুল করলে সেখানে দ্বীন বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আল্লাহপাকের নির্দেশক্রমে তিনি সেখানে হিজরত করার পর নবগঠিত রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর হাতে আসে। বদর, ওহুদ, খন্দক-সহ কয়েকটি যুদ্ধের পর অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে সমগ্র আরবের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের তিনি অধিকারী হয়ে পড়েন। মসজিদে নামাজের ইমাম হওয়ার সাথে সাথে বিচার-ফয়সালা, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রাষ্ট্রীয় সব কর্ম নবি হিসেবেই তিনি সম্পন্ন করেছেন এবং ইমানদার সবার জন্য জীবনের সব ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ বাধ্যতামূলক। একই জনপদ, শুধু নেতৃত্ব আবু জেহেল ও আবু লাহাবদের অনুসারীদের হাত থেকে নবি মহম্মদ সা. ও তাঁর সাথীদের হাতে আসায় বিশ্ববাসী জুলুম ও নিপীড়নমূলক সমাজ থেকে এক শান্তি ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ লাভ করে।

সমাজে অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন ও পাপাচারের মূলে রয়েছে অসৎ নেতৃত্ব। দ্বীন প্রতিষ্ঠার অর্থ সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অসৎ ও খোদাবিমুখ লোকদের হাত থেকে সৎ ও মুত্তাকি লোকদের কাছে অর্পণ করা। সব যুগে নবি-রাসূলদের সাথে সমসাময়িককালের স্বৈরশাসকদের প্রচণ্ড বিরোধিতার কারণ নেতৃত্বের পরিবর্তন নিয়ে।

তারা মনে করত সমাজ ও রাষ্ট্রে কর্তৃত্ব চলবে তাদের; আর নবিদের দাওয়াত ছিল তাগুতকে অস্বীকার করে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য মেনে চলার দিকে। আল্লাহর আনুগত্যের অর্থ হল, নবি-রাসূলদের আনুগত্য। তাই স্বৈরশাসকরা সবসময় নবি-রাসূলদের নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের দাওয়াত প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। দেশে দেশে সৎ মানুষের অভাব নেই। সমস্যা হচ্ছে তারা সংগঠিত নয় এবং তারা রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মে বিশ্বাসী। ধর্মের এই ভুল ব্যাখ্যা থেকে মানুষ ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসছে। ফলে ইসলামপন্থী দল ও জনগোষ্ঠী দ্বীন বিজয়ের স্বপ্ন দেখছে। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল সা. ও আখিরাতে বিশ্বাসী সব জনগোষ্ঠীর সুযোগ এসেছে দ্বীন তথা সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় শরিক হওয়ার। —সমাপ্ত

বিশ্বনবি সা.-এর জন্মের দিন যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল

যে কোনও নবির জন্মের সময় ও তার কিছু আগে এবং পরে অলৌকিক নানা ঘটনা ঘটেছে, যাতে সাধারাণ মানুষ আল্লাহর নবিকে মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। যেমন আল্লাহর নির্দেশে মায়ের হাতে নবজাতক মুসা নবি আ.-কে কাঠের বাক্সে চড়িয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া ও ফেরাউনের ঘরেই তাঁর আশ্রয় লাভ। অথচ ফেরাউন মুসা আ.-এর জন্ম ঠেকানোর জন্য হাজার হাজার শিশু হত্যা করেছিল।

এছাড়াও পিতা ছাড়া হজরত ঈসা আ.-এর জন্মগ্রহণ এবং দোলনায় বসে নিজের নবুওত সম্পর্কে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার ঘটনা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

তবে যে কোনও নবির চেয়ে এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছিল বিশ্বনবি সা.-এর ক্ষেত্রে এবং এইসব ঘটনা ছিল অনেক বেশি বিস্ময়কর! এর কারণ, বিশ্বনবি সা. ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবি এবং তাঁর ওপর নাজিল হওয়া ধর্ম বা শরিয়তও সবচেয়ে পরিপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ। আর এই ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত বা বিশ্বের শেষদিন পর্যন্ত টিকে থাকবে ও শক্তিশালী হয়ে থাকবে। অন্য নবি-রসুলরা এসেছিলেন বিশেষ জাতি ও বিশেষ সময়ের জন্য। কিন্তু ইসলাম এসেছে সব মানুষ ও জিনের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা আল্লাহর মনোনীত শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

বিশ্বনবি সা.-এর জন্মের প্রাক্কালে এবং জন্মের পরে সংঘটিত কিছু অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরা হল—

▶▶ ইমাম সাদিক্ব রা. বলেছেন, শয়তান বা ইবলিস অতীতে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত যেতে পারত। অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য সে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত যেত। কিন্তু হজরত ঈসা আ.-এর জন্মের পর থেকে চতুর্থ আকাশের ওপরে ওঠা তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এরপর যখন বিশ্বনবি সা. জন্ম নেন তখন তার জন্য সব আকাশই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। শয়তানকে আকাশের দরজাগুলো থেকে ধূমকেতু দিয়ে বিতাড়ন করা হয়।

▶▶ যে ভোর বেলায় মহানবি সা. জন্ম নেন, সেদিন বিশ্বের সবগুলো মূর্তি মাটির দিকে নত হয়ে পড়ে।

▶▶ সেদিন পারস্যের রাজার বিশাল প্রাসাদের বারান্দা কেঁপে ওঠে এবং ছাদের ১৪টি প্রাচীর ধসে পড়ে।

▶▶ সেদিন পারস্যের সভে অঞ্চলের হ্রদটি তলিয়ে শুকিয়ে যায়। বহু বছর ধরে এই হ্রদকে পূজা করা হত।

▶▶ সামাভে অঞ্চলে (কুফা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী) পানির প্রবাহ শুরু হয়। অথচ এর আগে বহু বছর ধরে সেখানে কেউ পানি দেখেনি।

▶▶ পারস্যের শিরাজ শহর সংলগ্ন অগ্নি উপাসনালয়ের আগুন সেই রাতে নিভে যায়। অথচ ওই আগুন এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত ছিল।

▶▶ সেই রাতে হিজাজ বা বর্তমান সৌদি আরব থেকে একটি আলো দৃশ্যমান হয় এবং তা পূর্বাঞ্চল সহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

বিশ্বনবির মাতা মা আমিনা বলেছেন, “আল্লাহর কসম, আমার পুত্র জন্ম নিয়েই তার হাতগুলোকে মাটিতে রেখে মাথা আকাশের দিকে তোলে এবং চারদিকে তাকায়। এরপর তার থেকে একটি নূর বা আলো ছড়িয়ে পড়ে ও সে আলোয় সব কিছু দৃশ্যমান হয়। সেই আলোয় সিরিয়ার (রোমানদের) প্রাসাদগুলো দেখলাম এবং সেই আলোর মধ্যে একটি শব্দ শুনলাম, যাতে বলা হয়েছে, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে জন্ম দিয়েছ, তাই তাঁর নাম রাখো ‘মহম্মদ’।”

আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা. বলেছেন, “সে রাতে তথা রসুলে খোদার সা.-এর জন্মের রাতে পুরো দুনিয়া আলোকিত হয়। প্রতিটি পাথর ও মাটির টুকরো এবং বৃক্ষ বা গাছ হেসেছে। আর আকাশ ও জমিনের সব কিছু আল্লাহর তসবিহ বা প্রশংসা জ্ঞাপন করেছে।”

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

কবিতা ও ছড়া

দয়ার নবির দোওয়া

আসগার আলি মণ্ডল

এক সময় এক বুড়ি
পথের মাঝে
বিছিয়ে দিতেন কাঁটা
সকাল সাঁঝে।

দ্বীনের নবি সে পথ ধরে
যেতেন রোজ মসজিদে
আড়াল থেকে দেখত বুড়ি
কলুষ-কালিমার হৃদে।

বুড়িকে না দেখার ছলে
পথের কাঁটা সরিয়ে
বিশ্ব নবি এগিয়ে যেতেন
বুড়ির কৌশল এড়িয়ে।

পরের দিনে হঠাৎ দেখেন
নেই কাঁটা সেই পথে
ভাবলেন নবি একবার দেখা
করবেন বুড়ির সাথে।

পাহাড় তলে ছোট্ট ঘরে
পীড়া নিয়ে শুয়ে আছে
মলিন মুখ ঢাকল লাজে
দেখে নবিকে নিজের কাছে।

দয়ার নবি করলেন দোওয়া
সেরে ওঠার তরে
ক'দিন পরে সুস্থ হলেন
পড়লেন নামাজ ঘরে।

উৎসব

তৈমুর খান

কুকুর হলে তুমি তো আদর পেতে খুব
গরু হলে তুমিও পূজিত হতে
বরাহ হলে তুমিও অবতার
কেন তুমি মুসলমান হতে গেলে তবে?

এ দেশ শুধুই আমাদের, তুমি তবে পাকিস্তান যাও
এখানে নিঃশ্বাস ফেলবে না
এ মাটি তোমার সিজদার জায়গা নয়
এখানে শুধু পতাকা উড়ুক শ্রীরামের।

সমস্ত মসজিদগুলি মন্দির হবে
সংবিধানও এবার পাল্টে যাবে
বিজয়ের রথে নাঙা তলোয়ার
মুণ্ডু গড়াবে সব মোয়াজ্জেনের।

হিন্দুরাষ্ট্রে শুধু হিন্দুরই গৌরব
ভোগ-ধর্ষণে পালিত হবে উৎসব
গর্জে উঠছে চেতন সিং দিকে দিকে
উৎসব শুরু হল হরিয়ানা মণিপুর থেকে...।

জীবন তুমি ধীরে চলো

গুলজার

জীবন, তুমি একটু চলো ধীরে,
আর ক'টা দিন তোমার সাথেই থাকি
আমার আর একটু কাজ বাকি।

সইতে হবে আরও দহন জ্বালা,
বইতে হবে আরও ব্যথার ভার
আর কিছুদিন কষ্টযাপন বাকি,
আর একটু নয় নামবে অন্ধকার।

হারিয়ে গেল অনেক কিছু দামি,
ফুরিয়ে গেল অনেক ফাগুনবেলা।
জীবন মানেই জলরং এক ছবি,
স্বপ্ন আঁকা,স্বপ্ন ছিঁড়ে ফেলা।

কাছের যারা অনেকে আজ দূরে,
কেউ দিয়েছে পথের মাঝেই আড়ি।
এখনও কিছু রক্তক্ষরণ বাকি,
এখনও কিছু আঁধার পথে পাড়ি।

এখনও কিছু স্বপ্ন-কুঁড়ি মনে,
এখনও কিছু কর্তব্যের ঋণ।
এখনও কিছু আধেক-চলা পথ,
এখনও কিছু রুদ্রপলাশ দিন।

জীবন, তুমি একটু চলো ধীরে,
আর ক'টাদিন তোমার সাথেই থাকি।
আমার আর একটু কাজ বাকি।

(ভাষান্তর— বিবেক বর্মন)

আমরা মুসলমান

শেখ সিরাজ

আমরা মুসলমান
আমাদের ইনসান
আমরা জানি নিয়মনীতি
ইসলামী ফরমান।
সকল বিভেদ বাধা
করেন যিনি রদ
তিনিই মোদের শান্তি চিরাগ
হজরত মহম্মদ।
মহান বাণীর সেই চিরাগে
জাগায় মনে আলো
আমরা তাতে পরম সুখে
থাকতে পারি ভালো।

রাশিয়ার সঙ্গে মহাকাশ যুদ্ধে ভারত কে জিতবে সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের চন্দ্রযানকে টেক্কা দিয়ে কি রাশিয়াই আগে পৌঁছে যাবে চাঁদে? সেই প্রশ্নে হঠাৎ করেই রাশিয়ান চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে ইসরো। ইসরোর চন্দ্রযান-৩ যখন চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছে, তখন রাশিয়ার লুনার উৎক্ষেপণই হয়নি। তবু হারের আতঙ্ক ইসরোর বিজ্ঞানীদের মনে। রাশিয়ার চ্যালেঞ্জকে কি ধুলিসাৎ করে ভারত গড়তে পারবে নয়া কীর্তি!

ইসরোর চন্দ্রযান ৩ যদি চাঁদের মাটি স্পর্শ করতে সফল হয়, তবে ভারত হবে বিশ্বের চতুর্থ দেশ, যাঁরা চাঁদে মহাকাশ অভিযানে সফল হয়েছে। এতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চিন ছাড়া কোনও দেশ এই সাফল্য পায়নি। ভারত এবার চতুর্থ দেশ হওয়ার অভিযানে নামার পাশাপাশি আরও একটি কীর্তির স্বাক্ষর হতে চলেছে। এর আগে কোনও দেশ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামতে পারেনি। ভারত সেই চাঁদের দক্ষিণ মেরুকেই টার্গেট করেছে। সফল হলে ভারতই হবে প্রথম দেশ যারা চাঁদের দক্ষিণ মেরু স্পর্শ করতে পারল। কিন্তু এরই মধ্যে ভারতকে চ্যালঞ্জ জানিয়েছে রাশিয়া। তারা ১১ অগাস্ট অর্থাৎ শুক্রবার লুনা ২৫ পাঠাতে চলেছে চাঁদে।

রাশিয়ার দাবি, তাদের মিশন সফল হলে ভারতের চন্দ্রযান ৩-এর থেকে আগে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে যাবে তারা। সেক্ষেত্রে রাশিয়াই হবে প্রথম দেশ আর ভারত হবে দ্বিতীয়? এই একচুর জন্য হার মানা খুব কঠিন। তাই প্রশ্ন, রাশিয়ার লুনা ২৫-এর সঙ্গে

চন্দ্র অভিযানের যুদ্ধে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর চন্দ্রযান ৩ কি জিততে সমর্থ হবে? রাশিয়ার লুনা ২৫ এখন মহাকাশ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র চাঁদে পাড়ি দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। তবে রাশিয়া যে চন্দ্রপথের যাত্রা সেট করেছে, তা খুব দ্রুত পৌঁছে যাবে চাঁদে। ভারতের চন্দ্রযান-৩ ১৪ জুলাই শ্রীহরিকোটার মহাকাশ কেন্দ্র থেকে যাত্রা করেছিল। ভারতের এই যাত্রাপথ ছিল ৪০ দিনের। কিন্তু রাশিয়া পাঁচ দিনে চাঁদে পৌঁছে যাবে।

৫০ বছর পর ২০২৩-এর ১১ অগাস্ট রাশিয়ার লুনা-২৫ উৎক্ষেপণ করবে চাঁদের উদ্দেশে। তাদের চাঁদে ল্যান্ড করার কথা ১৫ বা ১৬ অগাস্ট। সেক্ষত্রে ভারতের চন্দ্রযান নামার সাত দিন আগেই চাঁদে পৌঁছে যাবে রাশিয়ার লুনা ২৫। পরে শুরু করেও ভারতকে টেক্কা দিয়ে দেবে রাশিয়া। রাশিয়া সরাসরি চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছে একবার প্রদক্ষিণ করেই নামতে সমর্থ হবে।

আর ইসরোর চন্দ্রযান নামবে যেভাবে ধাপে ধাপে পৃথিবীর কক্ষপথ পেরিয়েছে, সেভাবেই ধাপে ধাপে চাঁদের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে। চাঁদের কক্ষপথে যাওয়ার পর এক ধাপ পেরিয়ে গিয়েছে চন্দ্রযান ৩। আরও একধাপ পেরোবে ৯ অগাস্ট। এমন আরও তিন-চার ধাপ পেরনোর পর চাঁদের মাটিতে নামার কথা ইসরোর চন্দ্রযানের। চাঁদে নামার পথে গতি কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভারতের চন্দ্রযানের। মহাকাশযানটি যখন চাঁদ থেকে ১০০ কিলোমটার দূরে থাকবে, তখন জেট প্রপালশন মডিউলের ইঞ্জিন। তারপর ল্যান্ডার বিক্রম ডানা মেলে পাখির মতো চাঁদের মাটি ছোঁবে। চাঁদে ল্যান্ডিং করলে বিক্রমের ভিতর থেকে নেমে আসবে রোভার প্রজ্ঞান। ৩০ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে ডানা মেলে ২০ মিনিটের মধ্যে চাঁদের মাটিতে নামবে বিক্রম।

সাড়ে তিন দশক ধরে পৃথিবীতে আসছে এক বেতার সংকেত

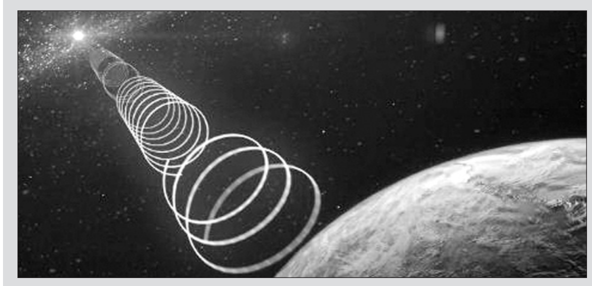

১৯৮৮ সালে ভেরি লার্জ অ্যারে, ভিলাইট ও ডিএমআরটি নামের রেডিও সংকেতও পাওয়া যায়। এমন আরও অনেক সংকেত মিলবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। কবে অজানার হদিশ পাওয়া যাবে, সেদিকেই তাকিয়ে বিজ্ঞানীরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহাশূন্যের ওপার থেকে মাঝে মধ্যেই ভেসে আসে এক রেডিও সংকেত। কে পাঠান ওই সংকেত। ৩৫ বছর ধরে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন, কে বা কারা পাঠাচ্ছে ওই সংকেত? কীসের ওই সংকেত? কিন্তু সেই সংকেতের কোনও কূলকিনারা করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা।

মহাশূন্য থেকে ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে সেই সংকেত আসছে। আজও অজানা তা। তবে কি কোনও ভিনগ্রহী পাঠাচ্ছেন ওই বেতার সংকেত? যা মহাকাশ বিজ্ঞানীদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। বড়ো দ্বিধায় পড়েছেন অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, স্পেন ও যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা। ৩৫ বছর আগে ২১ মিনিটের একটি বেতার সংকেত এসেছিল। ১৯৮৮ সাল থেকে সেই বেতার সংকেত নিয়ে পড়ে রয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। কিন্তু হদিশ মেলেনি উৎসের। কোনও ব্যাখ্যাও মেলেনি। গবেষকরা এই সংকেতের নাম দিয়েছে 'জিপিএম জে ১৮৩৯-১০'।

সেই সংকেত নিয়ে সম্প্রতি একটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 'আ লং পিরিয়ড রেডিও ট্রানজিয়েন্ট অ্যাকটিভ ফর থ্রি ডিকেডস' শিরোনামে তা প্রকাশিত হয় নেচার জার্নালে। পৃথিবীতে বসে সংকেতের সন্ধান মিললেও, তার অনুসন্ধানের করেও উৎস খুঁজে পাননি গবেষকরা। এই ধরনের সংকেত এখনও আসছে, কিন্তু কী সংকেত জানতে না পারলেও গবেষণায় জানা যায় প্রথম পাওয়া যায় ১৯৮৮ সালে। এই রেডিও সংকেট মিলিসেকেন্ড থেকে কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। নিউট্রন তারকা থেকে যেমন আওয়াজ আসে, তেমনই এই আওয়াজ। দ্রুত ঘুরে চলা কোনও বস্তু থেকে এই আওয়াজ আসছে বলে মনে হয়।

গবেষকরা মনে করছেন, যেখান থেকে বেতার সংকেত আসছে, সেখান অনেক বেশি শক্তিসালী চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে। অনেক সময় উচ্চ-চৌম্বকীয় শ্বেতবামন গ্রহ বা ম্যাগনেটর থেকে এমন ধরনের সংকেত আসে। এই বিশেষ ধরনের নিউট্রন তারকার প্রচণ্ড শক্তিশালী চৌম্বকীয় বলয় থাকে। বেশ কয়েক বছর ধরে গবেষকরা গ্যালাটিক প্লেন নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। মারচিসন ওয়াইডফিল্ড অ্যারে বা এমডাব্লিউ নামের পদ্ধতি মেনে তাঁরা গবেষণা করেন। ১৯৮৮ সালে ভেরি লার্জ অ্যারে, ভিলাইট ও ডিএমআরটি নামের রেডিও সংকেতও পাওয়া যায়। এমন আরও অনেক সংকেত মিলবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। কবে অজানার হদিশ পাওয়া যাবে, সেদিকেই তাকিয়ে বিজ্ঞানীরা।

৪৬ বছর বয়সী ভয়েজার ২-কে ফিরে পেল নাসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সপ্তাহ দুয়েক আগে হারিয়ে গিয়েছিল মহাকাশে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল সমস্ত যোগযোগ। দুদিন আগে নাসা জানিয়েছিল মহাকাশে তাঁরা সংকেত পেয়েছেন ভয়েজার ২-এর। স্বল্প সময়েই সম্ভব হবে যোগাযোগ করার। তাঁদের সেই চেষ্টা সফল হয়েছে। মহাকাশে হারিয়ে যাওয়া ৪৭ বছর বয়সী ভয়েজার ২-কে ফিরে পেয়েছে নাসা।

অবশেষে সম্ভব হয়েছে যোগাযোগসাধন। ভয়েজার ২-এর সঙ্গে লিঙ্ক করতে পেরেছে নাসা। কয়েক সপ্তাহ নীরব থাকার পর সুদূর মহাকাশে মহাকাশযানের সঙ্গে যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করেছে। ফ্লাইট কন্ট্রোলারের একটি ভুল সংশোধন করার পরই যোগাযোগ সাধন সম্ভব হয়েছে। বুধবার নাসার ডিপ স্পেস নেটওয়ার্ক অ্যান্টেনা পুনরায় পয়েন্ট করার আশায় একটি নতুন কম্যান্ড পাঠিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার বিশাল রেডিও ডিশ অ্যান্টেনায় সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে এটি সম্ভব হয়েছে। সঠিক কৌণিক বিন্দু থেকে ২ ডিগ্রি বিচ্যুতির ফলেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে পাঠানো কম্যান্ডটি ১৮ ঘণ্টার বেশি সময় পরে ভয়েজার ২-তে পৌঁছেছিল। তারপর সিগন্যাল ফিরে পেতে আরও ১৮ ঘণ্টা সময়ে লেগেছে। যাই হোক দু-সপ্তাহ নীরব থাকার পর ভয়েজার ২-এর সঙ্গে লিঙ্ক করা সম্ভব হওয়ায় উচ্ছ্বসিত নাসা। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এর আগে বুধবার সংকেত পাওয়ার পর জানিয়েছিল, মহাকাশে ভালো আছে ভয়েজার-২। তারপর যোগাযোগও গড়ে তুলতে সম্ভব হল। ১৯৭৭ সাল থেকে মহাকাশে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করা ভয়েজার মিশন আবার সক্রিয়।

চাঁদের কক্ষপথ থেকে কী বার্তা পাঠাল ভারতের চন্দ্রযান

নিজস্ব প্রতিনিধি: চাঁদের কক্ষপথে সফল প্রবেশ ঘটেছে ভারতের চন্দ্রযান ৩-র। ভারতের এই তৃতীয় চন্দ্র মিশন সাফল্যের দুয়ারে পৌঁছেই বার্তা পাঠাল দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোকে। চন্দ্রযানের সেই বার্তা পেয়ে উচ্ছ্বসিত ইসরোর বিজ্ঞানীরা। তাঁরাও এবার সাফল্যের গন্ধ পেতে শুরু করে দিলেন। এরপর চন্দ্রযান-৩ প্রথম ছবিও পাঠিয়েছে চাঁদের।

চন্দ্রযান ৩-র এবার ক্রমশ চাঁদের কাছাকাছি যাওয়ার পালা। যে ১৮ দিনের সফর বাকি রয়েছে, সেখানে ধীরে ধীরে কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদের কাছে পৌঁছে যাবে চন্দ্রযান-৩। রবিবারই পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে ইসরো। ইসরো এদিনই চাঁদের পরবর্তী কক্ষপথে পাঠাতে কৌশল প্রয়োগ করছে। চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছে ভারতের চন্দ্রযান বার্তা পাঠিয়েছে, আমি চন্দ্রের মাধ্যকর্ষণ অনুভব করছি। ২২ দিনের যাত্রাপথ পেরিয়ে ইসরোর

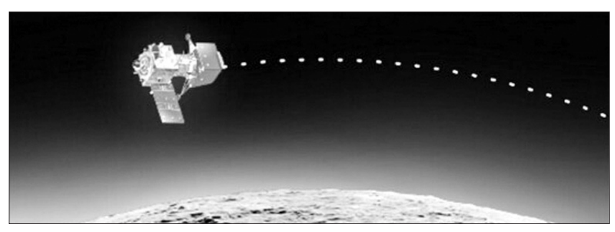

মহাকাশযান পৌঁছে গিয়েছে চাঁদের কক্ষপথে। এবার দক্ষিণ মেরুতে নামার অভিযান শুরু হয়েছে। এখানে আগে কোনও দেশ পৌঁছতে পারেনি। ভারত সেই অসাধ্যসাধন করতে চলেছে।

১৪ জুলাই উৎক্ষেপণের পর মহাকাশযানটি চাঁদের দূরত্বের দুই-তৃতীয়াংশ পথ ইতিমধ্যেই অতিক্রম করে গিয়েছে। আর এক-তৃতীয়াংশ পথ পাড়ি দিতে বাকি। এই পথ পেরোতে গত কমিয়ে দেবে চন্দ্রযান-৩। এবার নামার পালা চাঁদের মাটিতে। ১৮ দিনের রুদ্ধশ্বাস পরিক্রমা এদিন থেকেই শুরু হয়েছে। চন্দ্রযান-৩ থেকে বার্তা আসার পর উচ্ছ্বসিত ইসরোর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, ১৪ জুলাই মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার পর থেকে আমরা চন্দ্রযানের এই বার্তার অপেক্ষায় ছিলাম। আমরা এবার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করছি কবে আসবে সেদিন, যেদিন চাঁদের মাটি থেকে প্রজ্ঞান রোভার বার্তা পাঠানো শুরু করবে।

চাঁদের পথে গতি হ্রাসের অর্থ হল চন্দ্রে অবতরণের প্রক্রিয়া শুরু। এটি চাঁদের দিকে কক্ষপথ পরিবর্তন করে এবার এগিয়ে যাবে। একবার চন্দ্র কক্ষপথ সন্নিবেশ সফল হলে অপেক্ষা ১৭ অগাস্টের জন্য। ওইদিন কক্ষপথ সার্কুলারাইজ করা হবে। তারপর ২৩ অগাস্ট চাঁদের মাটি স্পর্শ করার অপেক্ষা। চাঁদে নামার পথে চন্দ্র কক্ষপথে ৫ থেকে ৬ বার পাড়ি দেবে চন্দ্রযানটি। ধীরে ধীরে তা ১০০ কিলোমিটার বৃত্তাকার কক্ষপথে আসার পরই বন্ধ হয়ে যাবে জেট প্রপালশান সিস্টেম। তারপর পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে চাঁদের দক্ষণি মেরু অঞ্চলের একটি সুনির্দিষ্ট সথানে নেমে পড়বে বিক্রম ল্যান্ডার।

বিক্রম ল্যান্ড করার পরই তা থেকে বেরিয়ে আসবে রোভার প্রজ্ঞান। শুরু হবে চাঁদের মাটিতে নয়া অভিযান। সেই নয়া ইতিহাস গড়ার অপেক্ষায় এখন গোটা ভারতবর্ষ। ইসরো জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াই সুষ্ঠুভাবে হয়েছে, এভাবেই চলতে থাকলে ২৩ অগাস্ট ৫টা ৪৭ মিনিটে সফল অবতরণ হবে চন্দ্রযান ৩-র বিক্রম ল্যান্ডারের।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

৩২ বলে ৯৪ ফিরদৌসের ছক্কার ছড়াছড়িতে ১০ ওভারে উঠল ৩০০ রান

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের মতো মারকাটারি টুর্নামেন্টেও ২০ ওভারে ১৭০ রানের গণ্ডি টপকানো কঠিন মনে হয়। তবে যদি ১০ ওভারেই কোনও দল তেমন কৃতিত্ব অর্জন করে, ক্রিকেটপ্রেমীদের অবাক হতে হয় বইকি! ইসিএস সুইজারল্যান্ডে ঠিক এমনই কাণ্ড ঘটায় জুরিখ ক্রিকেটস। তারা টি-১০ ম্যাচে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১৭১ রানের বিশাল ইনিংস গড়ে তোলে। অর্থাৎ, ওভার প্রতি জুরিখ ক্রিকেটস সংগ্রহ করে ১৭.১ রান। শুক্রবার টুর্নামেন্টের ২২তম ম্যাচে সম্মুখসমরে নামে জুরিখ ক্রিকেটস ও জুরিখ নোম্যাডস। প্রথমে ব্যাট করে জুরিখ ক্রিকেটস রানের পাহাড়ে চড়ে ফিরদৌস রহিমির ধ্বংসাত্মক ইনিংসে ভর করে। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করেন ফিরদৌস। তিনি ৭টি ছক্কা ও ১টি চারের সাহায্যে মাত্র ১৭ বলে ব্যক্তিগত হাফ-সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। শেষমেশ ১টি চার ও ১৩টি ছক্কার সাহায্যে ৩২ বলে ৯৪ রান করে আউট হন ফিরদৌস। ওপেনার সাহিল তারাখিল ৭টি ছক্কার সাহায্যে ১৬ বলে ৪৭ রান করে আউট হন। তিনি নিশ্চিত অর্ধশতরান মাঠে ফেলে আসেন। এছাড়া নিকোলাস হেনডারসন ১৭ ও নওরোজ জবরখিল ৯ রানের যোগদান রাখেন। খাতা খুলতে পারেননি নূরখান আহমেদি, খালিদ নিয়াজি ও আবিদ বারেকজাই।

নোম্যাডসের হয়ে ৩০ রানে ২টি উইকেট নেন আমজাদ রহমানি। ৩১ রানে ১টি উইকেট নেন আমজাদ আহমেদ। উইকেট পাননি ফহিম নাজির, তরণীধরন, আজিম নাজির ও নাসরাতউল্লাহ মুমাজাই। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জুরিখ নোম্যাডস ৯.৪ ওভারে ১২৯ রানে অল-আউট হয়ে যায়। ৪২ রানে ম্যাচ জেতে জুরিখ ক্রিকেটস। নোম্যাডসের হয়ে সব থেকে বেশি ২৭ রান করেন জাভেদ দানিশ। ১৪ বলের ইনিংসে তিনি ১টি চার ও ৩টি ছক্কা মারেন। ১টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে ৬ বলে ২৩ রান করেন হাসান আহমেদ। ৩টি ছক্কার সাহায্যে ১৫ বলে ২১ রান করেন তরণীধরন। ১টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ৫ বলে ১৬ রানের যোগদান রাখেন ফহিম নাজির। কাতিল জাবিউল্লাহ ৬, আজিম নাজির ১১, কাসিম চৌধরী ৯, আমজাদ রহমানি ৬ ও জিয়াউল্লাহ অমরখেল ১ রান সংগ্রহ করেন।

মেসির ফ্রি-কিক অন্যদের পেনাল্টি কিকের সমান

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিওনেল মেসির বাঁ পা, তাঁর ফ্রি-কিক— এগুলো নিয়ে ফুটবল বিশ্বে আলোচনার কমতি নেই। কতজন এসব নিয়ে কত কী যে বলেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। মেসি যে দলের হয়ে ফ্রি-কিক নেন, তাদের জন্য এটা আনন্দের এক উপলক্ষ। অন্যদিকে যে দলের বিপক্ষে নেন, সেই দলের জন্য এটা হয়ে দাঁড়ায় উৎকণ্ঠার মুহূর্ত।

লিগস কাপে আজ ইন্টার মায়ামি-এফসি ডালাস ম্যাচেও এমন একটি মুহূর্ত এসেছিল। লিগস কাপের শেষ ষোলোর ম্যাচটি তখন ৮৫ মিনিটে। মেসির দল মায়ামি ৪-৩ গোলে পিছিয়ে। এমন সময়ে মায়ামি ফ্রি-কিক পায় ডালাসের পেনাল্টি বক্সের ঠিক বাইরে, বাঁ দিকে। ফ্রি-কিকটি পাওয়ার পরই আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন ডাগআউটে থাকা মায়ামির কোচ জেরার্ড মার্তিনো আর তাঁর খেলোয়াড়েরা। পাশেই ডালাসের ডাগআউটে নেমে আসে নীরবতা। মায়ামির ডাগআউটে সবার

মনোভাবটা ছিল এ রকম;আমাদের আর ঠেকায় কে, সমতায় ফিরছি!

অন্যদিকে ডালাসের কোচ আর খেলোয়াড়েরা হয়তো ধরেই নিয়েছিলেন;এবার আর রক্ষা নেই, গোল আমরা খেতে চলেছি! দুই দলের দুই রকমের এই মনোভাব যে মেসির ফ্রি-কিক নেওয়ার আগেই ছিল, সেটা স্পষ্ট হয়েছে ম্যাচ শেষে ডালাস ও মায়ামির দুই কোচের কথায়ও। ডালাসের টয়োটা স্টেডিয়ামে টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে হেরে যাওয়া ম্যাচ শেষে ডালাসের কোচ নিকো এস্তেভেজ বলেছেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম আমরা জিততে যাচ্ছি। সত্যি, আমরা তাদের খুব কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিলাম।'

ম্যাচের শুরুতে মেসি গোল করলেও একপর্যায়ে ব্যবধান ৩-১ বানিয়ে ফেলে ডালাস। সেখান থেকে মায়ামির বদলি খেলোয়াড় বেঞ্জামিন ক্রিমাশ্চি ব্যবধান কমিয়ে করেন ৩-২। কিন্তু রবার্ট টেলরের আত্মঘাতী গোলে ডালাস আবারও এগিয়ে যায় দুই গোলের ব্যবধানে, ৪-২ এ। এরপর মেসির ফ্রি-কিক থেকে ডালাসের মার্কো ফারফানের গোলে ব্যবধান হয় ৪-৩। এরপরই মেসির ওই ফ্রি-কিক।

অমন জায়গায় মায়ামি ফ্রি-কিক পাওয়ার পরই যা বোঝার, তা বুঝে গিয়েছিলেন এস্তেভেজ। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, 'আমি মনে করি, এটা নিয়ে বেশি কিছু বলার দরকার নেই। সবাই দেখেছে, কী হয়েছে। ওই জায়গায় তাঁর (মেসি) একটা ফ্রি-কিক অন্য যে কোনও খেলোয়াড়ের জন্য পেনাল্টির মতো।'

মেসির ওই ফ্রি-কিক নিয়ে মায়ামির আর্জেন্টাইন কোচ মার্তিনো বলেছেন, 'আপনার এটা মনে হবেই যে (ওই জায়গা থেকে ফ্রি-কিকে) সে গোল করবে।'

ক্যাপ্টেন একা ১৩৫ বাকিরা কেউ ১০ রানও করতে পারেননি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যাপ্টেন একা সেঞ্চুরি করলেন। দলের বাকি ব্যাটারদের কেউই ব্যক্তিগত ১০ রানের গণ্ডি টপকাতে পারেননি। উইমেন্স কন্টিনেন্টাল কাপে রোমানিয়ার ক্যাপ্টেন রেবেকা লাইলা ব্লেক যে কাণ্ড ঘটালেন, তেমন নজির মেয়েদের আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে আর একটিও নেই।

শনিবার টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ ম্যাচে মাল্টার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে রোমানিয়ার মহিলা ক্রিকেট দল। টস জিতে শুরুতে ব্যাট করতে নামে রোমানিয়া। তারা নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৯৭ রানের বিশাল ইনিংস গড়ে তোলে। চমক হল এটাই যে, কার্যত একজন ব্যাটারের প্রয়াসেই ২০০-র কাছে পৌঁছে যায় রোমানিয়ার ইনিংস। ক্যাপ্টেন রেবেকা ধ্বংসাত্মক শতরান করেন। বাকিরা ক্রিজে দাঁড়িয়ে থেকে ক্যাপ্টেনকে শুধু সঙ্গ দিয়ে যান। রেবেকা মাত্র ২৬ বলে অর্ধশতরানের গণ্ডি টপকে যান। তিনি ১৯টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫ বলে ব্যক্তিগত শতরান পূর্ণ করেন। শেষমেশ ২৪টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৬ বলে ১৩৫ রানের মারকাটারি ইনিংস খেলে নট-আউট থাকেন রেবেকা।

এছাড়া আশানি দুরায়ালাগে ১টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ বলে ৯ রান করেন। ৪ বলে ১ রান করেন শিরিলা অ্যানা। ২ বলে ১ রান করেন মাদালিনা শেরেশেস। ৮ বল খেলেও খাতা খুলতে পারেননি আরুমাদুরা দীনেশি। ২১ বলে ১ রান করে নট-আউট থাকেন মাদালিনা মারিন। রোমানিয়া ৫০ রান উপহার পায় অতিরিক্ত হিসেবে। যার মধ্যে বাই ও লেগ-বাই থেকে এসেছে ৩ রান। ৭টি নো-বল হয়। ৪০ রান আসে ওয়াইড বল থেকে। অর্থাৎ রোমানিয়ার ইনিংসে ক্যাপ্টেন রেবেকা একাই করেন ১৩৫ রান। দলের বাকি পাঁচ ব্যাটারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ যথাক্রমে ৯, ১, ১, ০ ও ১ রান। অতিরিক্ত রানের হাফ-সেঞ্চুরি হয়।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাল্টা ২০ ওভারে ১ উইকেটের বিনিময়ে ১৬২ রান তোলে। ক্যাপ্টেন জেসিকা রাইমার ৪টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৭ বলে ৫১ রান করে নট-আউট থাকেন। ৫টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ বলে ২৫ রান করে আউট হন অনুপমা রমেশান। ৩টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ বলে ৩৭ রান করে নট-আউট থাকেন শামলা চোলাসেরি। ৩৫ রানের ব্যবধানে ম্যাচ জেতে রোমানিয়ার মহিলা দল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মাল্টা ইনিংসে ৪৯ রান আসে অতিরিক্ত হিসেবে। ৩ রান আসে বাই হিসেবে। ৫টি নো-বল হয়। ৪১ রান আসে ওয়াইড হিসেবে। ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে ওঠে সাকুল্যে ৩৫৯ রান। যার মধ্যে অতিরিক্ত হিসেবে ওঠে ৯৯ রান। অর্থাৎ, অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হয়নি অতিরিক্ত রানের।

দলগত বিভাগের পর সিঙ্গলসেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অদিতি

আর্চারিতে ইতিহাস লিখলেন ১৭ বছরের তনয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথমে দলগত কমপাউন্ড বিভাগে সোনা জয়ী দলের অংশ হিসেবে ইতিহাস লিখেছিলেন ১৭ বছরের অদিতি গোপীচাঁদ স্বামী। এবার তিনি ব্যক্তিগত কমপাউন্ড ইভেন্টেও সোনা জিতলেন। সেই সঙ্গে গড়লেন বিশাল রেকর্ড। তিরন্দাজিতে অদিতিই ভারতের প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। এর আগে তিরন্দাজির ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতের কেউ কখনও সোনা পাননি। তাই নতুন করে ইতিহাসে ব্যক্তিগত ভাবেও নাম তুলে ফেললেন ১৭-র তনয়া।

শনিবার বিশ্ব মিটে মেয়েদের ব্যক্তিগত কমপাউন্ড বিভাগের ফাইনালে তিনি হারালেন দু'বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মেক্সিকোর আন্দ্রেয়া বেসেরাকে। ফাইনালে অদিতি এবং আন্দ্রেয়ার মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। তবে শেষ হাসি হাসেন ভারতের তরুণী। ১৪৯-১৪৭ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেন অদিতি। এই ইভেন্টে সবচেয়ে কম বয়সে চ্যাম্পিয়ন হয়েও রেকর্ড গড়েছেন অদিতি। প্রসঙ্গত, গত মাসে যুব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপও জিতেছিলেন তিনি। এ বার সিনিয়র স্তরেও বাজিমাত করলেন অদিতি। শুক্রবার ভারতের মহিলা দল কম্পাউন্ড বিভাগেও সোনা জিতেছিল। সেই দলেরও সদস্য ছিলেন অদিতি। তিরন্দাজির দলগত ইভেন্টেও এর আগে ভারত কখনও সোনা জিততে পারেনি। স্বভাবতই অদিতি সহ জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম এবং পরনীত কৌর মিলে শুক্রবারই ভারতীয় আর্চারিতে ইতিহাস লিখেছিল। ফাইনালে তাঁরা ২৩৫-২২৯ ব্যবধানে হারিয়েছিলেন

মেক্সিকোকেই। এ বার মেক্সিকোর তারকা তিরন্দাজকে হারিয়ে ব্যক্তিগত বিভাগেও সোনা জিতে নতুন ইতিহাল লিখলেন অদিতি।

এই নিয়ে বার্লিনে চলতি বিশ্ব মিটে ভারতের মেয়েরা ২টি সোনা ও একটি ব্রোঞ্জ এল ভারতে। ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে তুর্কির ইপেক তরমুককে ১৫০-১৪৬ ব্যবধানে হারান জ্যোতি। এবং তিনি মেয়েদের ব্যক্তিগত কমপাউন্ড বিভাগ থেকে ভারতকে ব্রোঞ্জ এনে দেন। আর অদিতি এনে দিলেন সোনা। এর আগে বাংলার দোলা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বকাপে সোনা জিতেছিলেন। তবে তিনি রিকার্ভ বিভাগে সোনা জিতেছিলেন। সেটা ২০০৭ সালে। দোলা কমনওয়েলথ গেমসেও সোনা জিতেছিলেন। তবে অদিতি সোনা পেলেন ব্যক্তিগত কমপাউন্ড ইভেন্টে।

মাত্র ১১ বছর বয়সে তিরন্দাজি শুরু করেছিলেন অদিতি। তার পর থেকে যেন তাঁর জীবনের সবটাজুড়ে জায়গা করে নেয় তিরন্দাজি। এই বছরের শুরুতে তিরন্দাজির বিশ্বকাপে অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে রেকর্ড গড়েছিলেন অদিতি। ৭২০ পয়েন্টের মধ্যে ৭১১ পেয়েছিলেন তিনি। আমেরিকার লিকা অ্যারিয়োলাকে ছ'পয়েন্টে হারিয়ে দিয়েছিলেন অদিতি। গত মাসে যুব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন। ভারতের চতুর্থ মেয়ে হিসাবে সোনা জিতেছিলেন। আর এবার সিনিয়রদের ব্যক্তিগত কমপাউন্ড বিভাগে সোনা জিতলেন অদিতি।

A COMPLETE CARE MULTI-SPECIALITY HOSPITAL THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

PATAKA
100th Birthday OF OUR FOUNDER

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY : GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL & DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 | 033 6687 6687

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : Syed Ruhul Amin, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail.com
Vol: 8 Issue:38, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111